৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২০ পৌষ – ২৬ পৌষ, ১৪৩০ ঃ ৬ জানুয়ারি – ১২ জানুয়ারি, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 11, 6 January - 12 January, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ২০২০ এবং ২০২২ সালের পর এবার ২০২৪ সালেও

দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে বাতিল হল পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো। এবারের থিম ছিল বিকশিত ভারত। রাজ্য বানিয়েছিল কন্যাশ্রী ট্যাবলো।

রবিবার : রাষ্ট্রায়ত্ব তেল সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে জানিয়ে

দেওয়া হল ভর্তুকিযুক্ত গ্রাহকদের বিনামূল্যে বায়োমেট্রিক যাচাই প্রক্রিয়া ৩১ ডিসেম্বরের পরেও চলবে। চারিদিকে যেভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে টাকার বিনিময়ে তড়িঘড়ি যাচাই চলছে তা বন্ধ করতেই এই ঘোষণা।

সোমবার : নতুন পাশ হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে

দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে জরিমানা ও কারাবাসের মেয়াদ বিপুল হওয়ায় লরিচালকদের অবরোধে উত্তাল হয়ে উঠল ডানকুনি। এমনিতেই পুলিশি অত্যাচারে জেরবার চালকদের দাবি এই আইন পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

মঙ্গলবার : ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর ও নিউট্রন স্টারের খোঁজ

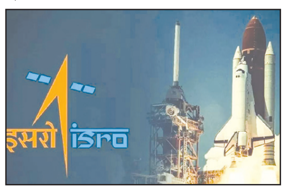

করতে মহাকাশে পাড়ি দিল ইসরোর পর্যবেক্ষণাগার একস্পোস্যাট। পাঁচ বছর ধরে মহাকাশে গবেষণা করবে এই পরীক্ষাগার।

বুধবার : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে লিপস এন্ড বাউন্ডস

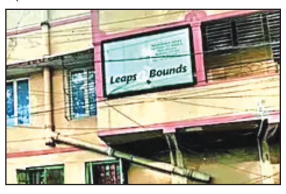

কোম্পানির সাড়ে সাত কোটি টাকার সম্পত্তি আটক করল ইডি। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই আটকে কারণ এই কোম্পানির সিইও রাজ্যের শাসক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার: ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষক

নিয়োগের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশ করতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি।

শুক্রবার : এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি প্রভাবশালীদের

রিপোর্ট করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে এই রিপোর্ট জমা করতে হবে হাইকোর্টে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সরগরম সরবেড়িয়া

তদন্তে এসে আক্রান্ত ইডি, সেন্ট্রাল ফোর্স, সংবাদমাধ্যমও

কুনাল মালিক

শুক্রবার সকাল সকাল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে ইডি রেশন সহ বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্তে অভিযান শুরু করেছিল। উত্তর ২৪ পরগনার সরবেড়িয়ায় সন্দেশখালীর তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা শাজাহান শেখ এর বাড়িতে সকাল সকাল পৌঁছে যায় ইডির পাঁচজন প্রতিনিধি এবং সেন্ট্রাল ফোর্স। বারবার চেষ্টা করেও শাজাহান শেখের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা যাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে ইডির অফিসাররা তালা ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করেন। তখন হঠাৎই এলাকার জনগণ জমতে শুরু করে তার বাড়ির সামনে। সেখানে তখন অনেক সংবাদমাধ্যমও উপস্থিত ছিল। হঠাৎই ক্ষুব্ধ জনগণ হামলা শুরু করে ইডির অফিসার সেন্ট্রাল ফোর্স এবং সংবাদ মাধ্যমের উপর দুজন ইডি অফিসারের মাথা ফেটে যায়। সংবাদ মাধ্যমকেও রেহাই দেওয়া হয়নি তারাও রক্তাক্ত হয়। কোন রকমে প্রাণ হাতে করে ইডি অফিসার এবং সেন্ট্রাল ফোর্স এলাকা ছেড়ে চলে আসে। তদন্ত না করেই। প্রসঙ্গত বাংলা এর আগেও বিভিন্ন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। তবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি যে এভাবে আক্রান্ত হতে পারে জনগণের হাতে তা ভাবতে পারেনি । শেখ শাজাহান যার বিরুদ্ধে ইডি অভিযান চালিয়েছিল সূত্রের খবর উনি জেলবন্দী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এর অতি ঘনিষ্ঠ ।

এরপর পাঁচের পাতায়

সম্পত্তির দখল নিয়ে শাসক দলের কোন্দল, চলল গুলি

আতঙ্কে বাসন্তী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাসন্তী। সম্পত্তি দখল করাকে কেন্দ্র করে একাধিক গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। যদিও ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর কুমড়োখালি গ্রাম। গ্রামেই বসবাস করতেন হামজুদ্দিন নাইয়া। তিনি জীবিত থাকা কালীন ৫০ শতক জমি কিনেছিলেন বলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দাবী।বর্তমানে সেই সম্পত্তি মৃত হামজুদ্দিনের পরিবারের লোকজনের দখলে রয়েছে। অভিযোগ শুক্রবার সকালে সেই ৫০ শতক জমি দখল করার জন্য প্রায় দু-কিলোমিটার দুরের পুকুরপাড়া গ্রাম থেকে লোকজন নিয়ে হাজির হয় যুব তৃণমূল কর্মী মোক্তার লস্কর। বাঁশ,খুটি দিয়ে দখল করার তোড়জোড় শুরু করে। সেই সময় প্রতিবাদে সরব হয় মাদার তৃণমূল আশ্রিত তথা মৃত হামজুদ্দিনের পরিবার। অভিযোগ তাদেরকে লাঠি,বাঁশ,লোহার রড দিয়ে মহিলাদের বেধড়ক মারধর করে পরনের কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

লোকসভা ভোটের আগে সিএএ নিয়ে জোর তরজা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

আগামী দু'-তিন মাসের মধ্যে রাজ্যে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। আর ঠিক তার প্রাক্কালেই সিএএ বা নাগরিকত্ব নিয়ে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। সিএএ নিয়ে বরাবরই কেন্দ্রের বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, 'নাগরিকত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চলছে।' সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, 'সিএএ দেশের আইন। এবং কেউ এটিকে আটকাতে পারবে না। সবাই নাগরিকত্ব পাবেন। এটা আমাদের দলের অঙ্গীকার।' তৃণমূলনেত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'ভোটের আগে সিএএকে অস্ত্র বানাচ্ছে বিজেপি। শান্তনু ঠাকুর দ্বিচারিতা করছেন বলে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, '২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে সিএএ লাগু হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন শান্তনু ঠাকুর।' এ প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'এরকম কোনও প্রতিশ্রুতি ছিল না মানুষের কাছে যে সিএএ ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে। ২০১৯-এর লোকসভার আগে যখন প্রচার করেছিলাম, তখন বলেছিলাম, 'আপনারা ভোট দিয়ে জেতান, আমরা সিএএ পাশ করিয়ে দেখাবো। তখন একথা হয়নি যে সিএএ ইমপ্লিমেন্ট করিয়ে দেখাবো। সিএএ ভারতবর্ষের একটা আইন। যে আইন ভারতের সংবিধানের সাথে যুক্ত হয়েছে। এবং সেটা একটা বৃহত্তর সিলমোহর হয়েছে। গৃহ মন্ত্রণালয় থেকে তা সঠিক সময়েই লাগু হবে। এরপর পাঁচের পাতায়

কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠের নমুনা ইডির হাতে

এবার কি বড় মাথা ও ধেরে ইঁদুরের খোঁজ মিলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত ৩০ মে ২০২৩ সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ২২ আগস্ট এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হন। ইডি বারবার চেষ্টা করেছে তার কণ্ঠের নমুনা সংগ্রহ করতে। কিন্তু নানা টালবাহানায় কাকু সেই সেই কণ্ঠের নমুনা দিতে অসহযোগিতা করে গেছে। এমনকী এসএসকেএম হাসপাতালের ডাক্তাররাও অসহযোগিতা করেছেন ইডির সঙ্গে। ইডি এতদিন যা করতে পারেনি তা করে দেখালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। কত বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে ইন ক্যামেরা শুনানি চলাকালীন সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টা নাগাদ এসএসকেএম হসপিটালে চলে আছে ইডি কর্তারা এবং সেন্ট্রাল ফোর্স। এদিন অবশ্য এসএসকেএম হাসপাতালে ডাক্তাররা তেমন অসহযোগিতা করতে পারেনি। রাত নটার পর কাকুকে নিয়ে ইডি অফিসাররা পৌঁছে যান জোকার ইএসআই হসপিটালে। সেখানেই কাকুর কণ্ঠস্বর সংগ্রহ করে ডাক্তার এবং ইডির অফিসাররা। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কাকুর কণ্ঠস্বর অনেক কিছুর পর্দা ফাঁস করতে পারে। সূত্রের খবর ইডির কাছে এমন কিছু কণ্ঠস্বর রেকর্ড আছে যার সঙ্গে কাকুর কণ্ঠস্বর মিললে অনেক রাঘববোয়াল ও ফেঁসে যেতে পারে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন বড় মাথা ও ধেড়ে ইঁদুরের খোঁজ পেতে হবে। তা না হলে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার আসল রহস্য জানা যাবে না। কালীঘাটের কাকু সংবাদ মাধ্যমে বলেছিলেন, আমার সাহেবকে কেউ ছুঁতে পারবে না। কারণ তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তার সাহেব কে সে নিয়ে জোর জল্পনা চলেছে রাজ্য জুড়ে। এখন দেখার ইডি কত তৎপরতার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার পর্দা ফাঁস করে। তবে সাড়ে ৭ মাস পর যখন এসএসকেএম থেকে কালীঘাটের কাকুকে বের করা হল অনেকটাই তাকে অসহায় লাগছিল। সাংবাদিকরা বারবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর দেননি। এই লেখা পর্যন্ত শাসকদলের কোন প্রতিনিধিও এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি।

৬ বছর পর সিআইডির জালে মূল অভিযুক্ত

সুব্রত মণ্ডল

দীর্ঘ ৬ বছর পর বাসন্তীতে বৃদ্ধা খুনের কিনারা করল সিআইডি। গ্রেপ্তার হয়েছে দুই অভিযুক্ত। ফোনের সিম বদল করে সিআইডি অফিসারদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করছিল এরা। শেষপর্যন্ত স্ত্রীর প্রেমের টানে গুজরাট থেকে বাসন্তীতে ফিরে সিআইডির হাতে ধরা পড়ে গেল। আসামির নাম সাব্বির হোসেন। তার সঙ্গী এক নাবালকও। যে অস্ত্র দিয়ে বৃদ্ধাকে কোপানো হয়েছিল সেই অস্ত্রটির খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারী অফিসার।

২০১৭'র সেপ্টেম্বরে বাসন্তীর সোনাখালীর হাজীচকে বাড়ির মধ্যে ৭০ বছরের বৃদ্ধা সরস্বতী মন্ডল খুন হন। হাসুয়া দিয়ে তার গলা কেটে দেওয়া হয়। জেলা পুলিশ তদন্ত শুরু করে কোন কিনারা করতে না পারায় ২০১৭'র ডিসেম্বর মাসে তদন্তর ভার নেয় সিআইডি। বৃদ্ধার ছেলের সঙ্গে কথা বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পারেন, ঘটনার দিন তার দিদি মা'কে ফোন করেছিলেন। সেই মুহূর্তে সরস্বতী দেবী জানিয়েছিলেন একটি ছেলে তার বাড়িতে এসেছে খোঁজ নিয়ে অফিসাররা জানতে পারে সাব্বির ও এক নাবালক বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে গাছ থেকে নারকেল পেড়ে দিত। পরবর্তীতে বৃদ্ধার মেয়ে জানতে পারে মা খুন হয়ে গেছে। তদন্তকারী অফিসার আরো জানতে পারেন সরস্বতী দেবীর কাছে প্রচুর টাকা রয়েছে। এমনটা জেনে তা হাতাতে সাব্বির ও তার শাকরেদ বৃদ্ধার বাড়িতে হানা দিয়েছিল। ভয় দেখিয়ে টাকা চাইলেও বৃদ্ধা তা দিতে রাজি না হওয়ায় এবং বাধা দেওয়াতে তাকে খুন হতে হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

সেন্ট্রাল কমিটি দৃঢ় থাকলেও প্রশাসনের চাপে রেশন ডিলারদের নতি স্বীকার

প্রেস ক্লাবে শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস সপ ডিলার্স ফেডারেশনের সেন্ট্রাল কমিটি। ছবি : অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার খাদ্য ভবনের সামনে হাজার হাজার রেশন ডিলার উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন অল ইন্ডিয়া এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বোস। দীর্ঘদিন ধরে রেশন ডিলাররা নানা কারণে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। ভুতুড়ে স্টক, পর্যাপ্ত পরিমাণ কমিশন না পাওয়া, মেশিনের সঙ্গে কাঁটার লিংক করে মাল দেওয়া, দুয়ারে সরকার চাপিয়ে দেওয়া পরিকাঠামো ঠিক না করে, এইসব সমস্যার সমাধান না হওয়ার জন্য সংগঠন বারবার খাদ্য দপ্তরকে জানিয়েছে। গত শুক্রবার ১ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪ জানুয়ারি খোঁজ নিয়ে জানা গেল অধিকাংশ জেলার রেশন ধর্মঘট উঠে গেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকেরই রেশন ধর্মঘট উঠে গেছে। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ নস্কর জানান, ব্লকের ফুড ইন্সপেক্টর আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আপাতত মেশিন কাঁটার লিংক করে মাল দিতে হবে না। অন্যান্য বিষয়গুলো খাদ্য দপ্তর ভেবে দেখছে। যেহেতু পাবলিকের মাল আমাদের কাছে মজুদ আছে এবং অনেক মানুষই রেশন নির্ভর তাই আমরা ধর্মঘট তুলে নিলাম।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল স্কুলে শিক্ষিকার বদলে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষিকার পুত্র ও পুত্রবধূ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়নগরের বেহাল স্কুলে শিক্ষকদের জায়গায় শিক্ষিকার পুত্রবধূ। চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। স্কুলের দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা, শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকায় এবার দেখা গেল শিক্ষিকার পুত্র ও পুত্রবধূকে। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের রাজাপুর করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝিকরা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা, স্কুলের শ্রেণি কক্ষ সহ সমস্ত স্কুল বিল্ডিং দেখলে মনে হবে যেন ভুতুড়ে বাড়ি।দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্কুলে কেবল মাত্র একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকা। দুজনেই অসুস্থ স্কুলের আসতে পারেন না। তাদের বদলে স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকার ভূমিকায় দেখা গেল স্কুলের বর্তমান শিক্ষিকা বাসন্তী বালা হালদারের পুত্র সনাতন হালদার ও পুত্রবধূ সরস্বতী নাইয়াকে। বর্তমানে এরাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অভিভাবকদের দাবি, স্কুলে আগে প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ জন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। প্রায় ২ বছর ধরে বর্তমান শিক্ষিকা বাসন্তী বালা হালদারের পুত্র ও পুত্রবধূ বর্তমানে স্কুলে ক্লাস নেন ছাত্র ছাত্রীদের। অভিযোগ, স্কুলে মিড ডে মিলের রান্নার কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরা ঠিক সময় বেতন পান না। ফলে সমস্যায় পড়েছেন তারা। এব্যাপারে জয়নগর উত্তর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, বর্তমানে স্কুলে একজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত থাকলেও দুজনেই অসুস্থ হওয়ার কারণে মাঝে মধ্যে স্কুলে আসেন। স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি স্কুলে আসেননি। নতুনভাবে আবার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, আশা করি সমস্যার সমাধান হবে।

নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা কি থামাতে পারবে গণতন্ত্রের কান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি : শক্তি ধর : গত জুলাই আগস্ট মাসে আলিপুর বার্তায় গণতন্ত্রের কান্না শীর্ষক ৫টি ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছিল কীভাবে প্রশাসনিক অবহেলায় গণতন্ত্রের সোপানগুলি পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। ভোটার তালিকার বাৎসরিক পরিমার্জনে যে হারে অন্তর্ভুক্তি ঘটছে সে হারে বাদ যাচ্ছে না মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার। ফলে প্রত্যেকটি ভোটার লিস্ট ভরে উঠছে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যায়। অথচ নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানেই সরকারি অফিসারদের দ্বারা তৈরি হচ্ছে এইসব ভোটার তালিকা এবং একে ভিত্তি করেই পরিচালিত হচ্ছে ভোট প্রক্রিয়া। প্রতিটি বুথে এইসব ভুয়ো ভোটাররা ভোট দিয়ে গেলেও তা প্রতিফলিত হয় না প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি বা রিপোর্টে। দূর দূরান্ত থেকে দুদিনের জন্য আসা আধিকারিকরা কেউই ঝুঁকি নিতে চান না। ফলে গণতন্ত্রের কাঠামোর সিঁড়িগুলি পিচ্ছিল হয়ে থাকে দিনের পর দিন তা পরিষ্কার করার কাউকেই পাওয়া যায় না।

গণতন্ত্রের এই কান্নায় সম্ভবত এবার মন ভিজেছে নির্বাচন কমিশনের। বছরে একবার নয়, চালু হয়েছে চারবারের পরিমার্জন ব্যবস্থা। যাতে একবারে চাপ না নিয়ে কিছু কিছু করে ভোটার তালিকার কাজ আরও ভালোভাবে করা যায়। শুধু তাই নয় এবার নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আধিকারিকদের কড়া ভাষায় নির্দেশ দিয়েছে মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটার যাতে যথাসম্ভব বাদ দেওয়া যায়। এবারে ৫জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও এক বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন তা পিছিয়ে দিয়েছে ২২ জানুয়ারি। প্রশাসনিক সূত্র জানাচ্ছে, এ বছর ভোটার তালিকা সংশোধনের ওপর বাড়তি জোর দিয়েছে কমিশন। মৃত ভোটার, একাধিক ঠিকানায় এক ব্যক্তির নাম যেমন বাদ দিতে হবে তেমনই ডেমোগ্রাফিক সিমিলার এন্টি এবং ফটো সিমিলার এন্ট্রি চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করতে হবে। এই সব করতে গেলে জেলা থেকে বাড়তি সময়ের দাবি জানানোয় বেড়েছে ১৭ দিন সময়।

শুধু এখানেই থেমে থাকেনি কমিশন। আরও এক নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে ৫ জানুয়ারি থেকে আইন শৃঙ্খলার রিপোর্ট নিয়মিত পাঠাতে হবে কমিশনকে। অতীতের কোন ভোটে কোন বুথে ৯০% বেশি ভোট পড়েছে সেই তথ্য জানাতে হবে জেলা কর্তাদের। উল্লেখ্য, আগামী ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই হবে লোকসভা ভোট। পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানেই যে সন্ত্রাস হিংসা ভুয়ো ভোটের দাপট তা জানে নির্বাচন কমিশন ফলে অনেক আগে থেকেই তারা কোমড় বেঁধে নেমে পড়েছে সুষ্ঠভোট পরিচালনার নিরিখে। নির্বাচন কমিশনের এই তৎপরতা আদৌ গণতন্ত্রের কান্না থামাতে পারবে কিনা তা অবশ্য বলবে ভবিষ্যৎ।

উত্তরের আঙিনায়

বছরের শুরুতে লাইনচ্যুত টয় ট্রেন

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর: বছরের শুরুতে আবার টয়ট্রেন বিভ্রাট। আজ নতুন বছরের প্রথম দিন দার্জিলিং এর পর্যটকদের উপচে পড়ছে ভিড়। স্বাভাবিকভাবেই দার্জিলিং এ পর্যটকরা টয় ট্রেন ভ্রমণের বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। এদিন সকালে দার্জিলিংয়ের কোকঝরায় লাইনচ্যুত হয় পর্যটক বোঝায় টয়ট্রেন। টয় ট্রেনের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত জানা গেছে এদিন সকালে একটি পর্যটক বোঝাই টয়ট্রেনের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়। তবে ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে খবর মিলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ইঞ্জিনটিকে ট্রাকে তোলার পর গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রা করে।

ভবানী পাঠকের ধূমডাংগী আশ্রমে সারদা মায়ের জন্মতিথি উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারদা মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির ধুমডাংগী আশ্রমে পুজো পাঠ কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই আশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু পুরনো ইতিহাস। এই আশ্রম যথেষ্ট ঐতিহ্যবাহী আশ্রম চা বাগানের মধ্যে অবস্থিত এই আশ্রম। অন্তত ২০০ থেকে বেশি পুরনো এই আশ্রম এই আশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভবানী পাঠকের নাম। শোনা যায় ভবানী পাঠক তার সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে থাকতেন। সারাদিন ভিক্ষা করে আশ্রমে নিয়ে আসতেন তারপর তা গরিব অসহায় মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন।এই আশ্রমে আশ্রয় নিতে ভবানী পাঠক। আশ্রমের মধ্যে রয়েছে মায়ের মন্দির, মা কালীর মন্দির দর্শন করতে বহুদূর থেকে ভক্তরা এসে থাকেন। এদিনও মা সারদার জন্ম তিথি উপলক্ষে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছিল। এছাড়া এখানকার বাসিন্দারা আরো জানান এই মন্দির অত্যন্ত জাগ্রত, এই মন্দিরের কোন কিছু মানত করলে তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

হাসপাতালে রক্ত সংকট মেটাতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শীতকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের রক্ত সংকট দূর করতে গত রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘ ও গঙ্গারামপুর রোটারি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জানা গিয়েছে, শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাদের এই যৌথ উদ্যোগ। ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্তদান শেষে তাদের হাতে শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেওয়া হয় আয়োজকদের তরফে। পাশাপাশি এই দিন রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গঙ্গারামপুর রোটারি ক্লাবের সভাপতি দেবু কুমার বাগচী ও রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের সম্পাদক বিবেকানন্দ কুন্ডু একসঙ্গে জানান, নতুন বছরে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সংকট দূর করতে যৌথ উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে উপচে পড়ছে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সারা বছরই বেঙ্গল সাফারি পার্কে পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে। তবে শীতের মৌসুমে পর্যটকদের আনাগোনা আরো বেড়ে যায়। এবছর শীত নামতেই বেঙ্গল সাফারি পার্কে পর্যটকদের ঢল নেমেছে। গত ২৪ ও ২৫ টানা দুই দিন ছুটি থাকার কারণে উপচে পড়েছিল পর্যটকদের ভিড়। বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয় দ্রুত টিকিট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বড়দিনের দিন রেকর্ড পরিমাণে জনসমাগম হয়েছিল। প্রসঙ্গত বনের বিভিন্ন জীবজন্তুদের দেখতে দূর দূরান্ত থেকে দর্শক ও পর্যটকরা ভিড় করেন শিলিগুড়ির এই বেঙ্গল সাফারি পার্কে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ জানুয়ারি – ১২ জানুয়ারি ২০২৪

মেষ রাশি : যে কোনো কাজে হঠকারি সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা চুরি বা পকেটমার থেকে সাবধান। প্রতারকের থেকে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সন্তান থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাত জনিত রোগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী দেবীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : সাহিত্য কবিতা গল্প প্রভৃতি লেখনী শিল্পসত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। হস্তশিল্প জাত দ্রব্য তথা সৃষ্টিশীল কর্মে নতুন দিশার সন্ধান পেতে পারেন। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে সমস্যার চেয়ে ববসার প্রসারতায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয় ভাব খুব শুভ নয়। সর্তকতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা থাকবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি থাকার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্য হলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুজনরে থাকার সম্ভাবনা কম। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভোমায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় সম্ভাবনা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি দরুণ কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিনি ১১ বার 'ওঁ শিব ওম শিব ওম' জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায় সাফল্য। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভ্রমণ আপাতত না রাই শ্রেয়। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে শুভ ফল পেতে পারেন।

প্রতিকার : লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফলাফলের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু থেকে সাবধান। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ঠাণ্ডা জনিত রোগে প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির পুজো করুন।

মীন রাশি : হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। স্বামী–স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তান থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং মান–সম্মান বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

কাজের খবর

কলকাতা পুরনিগমে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, : কারা কে অফ 'সেকশন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস পোস্ট পয়ে কমিশনের মাধ্যমে সাব– (হর্টিকা য়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), আবেদন অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, স্যানিটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক ও ওয়ার্ক সরকার পদে ৮ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: নবম শ্রেণি পাশরা 'ওয়ার্ক সরকার' পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ১টি (জেনাঃ)। মাধ্যমিক পাশরা 'ক্লার্ক' পদের জন্য যোগ্য। টাইপিং ও কম্পিউটারে দক্ষতা থাকলে ভালো হয়। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)।

উচ্চমাধ্যমিক পাশরা 'স্যানিটারি ইন্সপেক্টর' পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)।

মাধ্যমিক পাশরা 'স্যানিটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)।

মাধ্যমিক পাশরা অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে 'ক্যাশিয়ার' পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি।

কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা 'অ্যাকাউন্ট্যান্ট' পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ ১টি।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা 'সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি. রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে এম.সি.কিউ, টাইপের লিখিত পরীক্ষা হবে কলকাতায়। ২০০ নম্বরের ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে ইংরিজিতে। সফল হলে ৪০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত সিলেবাস পরে আপলোড করা হবে এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০) টাকা জমা দেবেন অনলাইনে, এই বিলডেস্কে Indiaideas.com Limited (Bill Desk), টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

UPSC'র কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে স্থল, নৌ ও বায়ুসেনায় ৪৫৭ অফিসার নিচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ৯ মাস থেকে ২ বছর ১১ মাস ট্রেনিং দিয়ে অফিসার পদে ৪৫৭ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব বিভাগে: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। কারা কোন বিভাগের জন্য যোগ্য: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি হলে আবেদন করতে পারেন।

জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১–২০০১ থেকে ১–১–২০০৬' এর মধ্যে। মোট ১৮ মাসের ট্রেনিং হবে 'জেন্টলম্যান ক্যাডেট' এ। ট্রেনিংয়ের সময় প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৭৫০ টাকা। কোনো প্রার্থী দিতে অক্ষম হলে, তখন সরকারই ওই খরচ বহন করবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। এরপর ধাপে–ধাপে 'কম্যান্ডার' পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হবে। ১৫৮তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে। শূন্যপদ। ১০০টি। এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ এন.সি.সি.'র 'সি' সার্টিফিকেট পাশদের জন্য সংরক্ষিত। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (মেন ও এস.এস.সি. উইমেন নন–টেকনিক্যাল)।

যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (ফর মেন)এ আবেদন করতে পারেন। যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ অবিবাহিতা তরুণীরা অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (এস.এস.সি. উইমেন নন–টেকনিক্যাল)এ আবেদন করতে পারেন। জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১–২০০০ থেকে ১–১–২০০৬' এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি। ট্রেনিং হবে মাদ্রাজের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। মোট ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে 'জেন্টেলম্যান ক্যাডেট এ। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ৪,৬০০ টাকা। এর মধ্যে ২,৪৫০ টাকা পরে ফেরৎ পাবেন। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার কম হলে সরকার পুরো বা, আংশিক খরচ দেবে। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে ৬ মাস প্রবেশনে থাকতে হবে। ৫ বছরের জন্য শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি করতে হবে। এরপর পার্মানেন্ট কমিশনে চাকরির সুযোগ পেলে ধাপে–ধাপে পদোন্নতি হবে। মূল মাইনে ওপরের মতোই। শূন্যপদ: অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে (মেন) ২৭৫টি। ১২১তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের এপ্রিলে। এস.এস.সি. উইমেন কোর্সে শূন্যপদ: ১৮টি। ৩৫তম এস.এস.সি. উইমেন কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের এপ্রিলে। ন্যাভাল অ্যাকাডেমি: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ২–১–২০০১ থেকে ১–১–২০০৬'এর মধ্যে। শুরুতে ৫ মাসের ট্রেনিং হবে গোয়ার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে, এক্সিকিউটিভ শাখার ক্যাডেট হিসাবে। ট্রেনিং নেওয়ার জন্য প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৫০০ টাকা। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার কম হলে সরকার থেকে পুরো বা, আংশিক খরচ দেওয়া হবে। এরপর 'ক্যাডেট' হিসাবে আবার আড়াই বছরের ট্রেনিং। সফল হলে নৌবাহিনীর জাহাজে ৬ মাস চাকরি। সফল হলে সাব–লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। মাইনে ওপরের মতোই।

ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে। শূন্যপদ: ৩২টি এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি: উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে পাশের পর যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা ২–১–২০০১ থেকে ১–১–২০০৫'এর মধ্যে জন্ম–তারিখ থাকলে 'এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি'তে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের যোগ্য। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স থাকলে জন্মতারিখ হতে হবে ২–১–১৯৯৯ থেকে ১–১–২০০৫ এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২.৫ সেমি, পায়ের মাপ লম্বায় অন্তত ১৯:১২০ সেমি, থাই লম্বায় ৬৪–৮১.৫ সেমি ও বসার উচ্চতা ৮১.৫ সেমি থেকে ৯৬ সেমি।

শুরুতে ফ্লাইং ব্রাঞ্চের পাইলট হিসাবে ৭৪ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ২,৩৪০ টাকা। এর মধ্যে ৮৪০ টাকা। পরে ফেরৎ পাবেন।

প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ৭৫০ টাকার কম হলে এই খরচ সরকার থেকে দেওয়া হবে। ক্যাডেট হিসাবে ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ২১,০০০ টাকা। এছাড়া ফ্লাইং–ভাতা পাবেন। ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে। শূন্যপদ ৩২টি।

শব্দবার্তা ২৭৮

১	■	২	৩			৪	
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	৭		
■		■		■	■		■
■		■	■	৮	■		■
৯			■	১০			১১
■		■	■		■	■	
১২						■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। সকালে মুক্ত বায়ুতে বেড়ানো বা পায়চারি ৫। পদ্ম ৭। ডেকে পাঠানো, আহ্বান ৯। সূর্য ১০। কস্তুরী মৃগ ১২। অলৌকিক।

উপর–নীচ

১। ক্ষীণ বা অস্পষ্ট প্রকাশ ৩। অনুবাদ ৪। ভূসম্পত্তি বা জমিজমা বিষয়ক ৬। গঠনরীতি ৮। নারীর এক অলংকার ১১। সংবাদপত্র।

সমাধান : ২৭৭

পাশাপাশি : ১। অভয়া ৩। ঘাড় ধাক্কা ৫। বাট ৬। প্রণাম ৭। হুকার ৯। খরচ ১১। জনম ১৩। দর ১৪। তরবারি ১৪। তরবারি ১৫। শমন।

উপর–নীচ : ২। ভয়াবহ ৩। ঘাট ৪। ধারণা ৫। বাজার ৬। প্রবীর ৮। কায়েম ৯। খপ্পর ১০। চমচম ১২। নজর ১৩। দড়ি।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

পেটরোগা বলতে বাঙালীর সুনাম অনস্বীকার্য।তার সাথে এই পেটের অসুখ ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম এর একটা যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে।রোগী যেন সব সময় পেট নিয়েই ব্যস্ত।পেট কিছুতেই স্বস্তি দেয় না। বারবার বাথরুম যাওয়ার প্রবণতা।এক ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তারের চেম্বারে ঘোরাঘুরি। সমস্ত রকমের টোটকার পরীক্ষা। কিন্তু কিছুতেই পেট পরিষ্কার হয় না। এক ধরনের হতাশা গ্রাস করে রোগীকে। এই ধরনের সমস্যা কে এক কথায় ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আই বি এস বলা হয়।

আই বি এস রোগটা কি ?

আই বি এস আসলে অনেকগুলো উপসর্গের সমষ্টি যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, অথবা এগুলোর কোনোটিই নেই অথচ পেটব্যথা, অস্বস্তি, পেট কামড়ানো ইত্যাদি। আসলে আই বি এস এ আমাদের পরিপাকতন্ত্রের কোন অর্গানিক বা গঠনগত পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র ফাংশনাল বা কর্মপদ্ধতির কারণে এই উপসর্গগুলি দেখা যায় ইনটেস্টিনের পেশীর অস্বাভাবিক সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে এই রোগ দেখা যায়। সাধারণত উদ্বেগ বা মানসিক চাপ যাদের বেশি তাদের এই রোগের সমস্যা হয় সাধারণভাবে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি আক্রান্ত হন। প্রধানত ৫০ বছর বয়সের আগেই এই রোগের উপসর্গগুলি প্রকট হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখের আশেপাশে।

রোগ নির্ণয়:

এই রোগের নির্ণয়ে কোন বিশেষ পরীক্ষা নেই। সাধারণভাবে রোগীর কাছে রোগীর ইতিহাস, লক্ষণ ইত্যাদি শুনে রোগ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও কোলোনোস্কপি ইত্যাদি পরীক্ষার সাহায্যে রোগী যে অন্য কোন জটিল রোগে ভুগছেন না তা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। আইবিএস রোগীর ক্ষেত্রে সব পরীক্ষাই সাধারণত স্বাভাবিক হয়।

আইবিএস এর চিকিৎসা :

দুঃখজনক ঘটনা হল আইবিএস এর কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। জীবনশৈলীর পরিবর্তন, দুগ্ধজাত এবং শাক জাতীয় খাবার পরিত্যাগ করলে রোগী অনেক সময় ভালো থাকেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মানসিক চাপ কমানো।

আই বি এস থাকা অবস্থায় কিভাবে ভালো থাকা যায়:

১) স্মল ফ্রাগমেন্টেড মিল অর্থাৎ অল্প অল্প খাবার ভাগ করে খাওয়া।

২) অতিরিক্ত মশলাদার, দুগ্ধজাত ইত্যাদি খাওয়ার পরিত্যাগ করা।

৩) মানসিক চাপ কমানো। প্রয়োজন হলে সাইকোথেরাপি গ্রহণ করা।

৪) নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটি করলে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

নববর্ষের শুরুতেই সুন্দরবন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা বিপাকে

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : নববর্ষের শুরুতেই বিপাকে পড়লেন হাজার হাজার পর্যটক।নির্দিষ্ট সময় জেলা পরিষদের অনুমতি পত্র না মেলায় পাওয়া যায়নি সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার অনুমতি পত্র। আর তার জেরেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে সুন্দরবনের পাখিরালয় এলাকায়। বিক্ষোভের জেরে জলযান গুলো বন্ধ রয়েছে। আটকে পড়ছেন হাজার হাজার ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক। বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছেন কয়েকশ নৌকা ও লঞ্চ মালিকরা। সুন্দরবনের ভরা মরশুমে এমন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করায় বিপদে পড়েছেন দেশবিদেশের হাজার হাজার পর্যটক কয়েক হাজার পর্যটক আটকে পড়েছেন পাখিরালয় ও দয়াপুরের বিভিন্ন হোটেল ও জলযান গুলোতে। যতক্ষণ না পর্যন্ত জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি পত্র পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে বোট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য জেলা পরিষদের তরফ থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে বোট চলাচলের অনুমতি পত্র দেওয়া হয়। সেই শংসাপত্র দেখালে তবেই জঙ্গলে প্রবেশের

অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। গত ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে সেই শংসাপত্রের মেয়াদ। অথচ বহু নৌকা ও লঞ্চ এখনো জেলা পরিষদের শংসাপত্র পায়নি। ফলে মিলছে না জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতি পত্র। দাবি, জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতিপত্র দিতে হবে বোট মালিকদের। অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য এমন বিক্ষোভ চলবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে সারা দিন লঞ্চে চেপে নদী ও ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে বর্ষবরণে পর্যটকদের ঢল নামে সুন্দরবনে। এ বার সেই উদ্দেশ্যই পূরণ হল না। অধিকাংশ লঞ্চই পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে চাইছে না!

উল্লেখ্য প্রতি বছর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদ থেকে সুন্দরবনের লঞ্চ–নৌকোগুলো কে লাইসেন্স দেওয়া হয়।এবার অনেকেরই লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণ হয়নি। লাইসেন্স ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলেই তাঁদের জরিমানা করা হবে বন দফতরের পক্ষ থেকে।এই ভয়েই পর্যটকদের নিয়ে বের হতে চাইছেন না লঞ্চ মালিকেরা। সুন্দরবন টুরিস্ট বোট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান গোলাম সর্দার জানিয়েছেন, 'মোটা টাকা জরিমানার ভয়ে কেউই জঙ্গলে ঢুকতে পারছেন না। ফলে বোটগুলি ঘাটেই দাঁড়িয়ে আছে।''

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, লঞ্চ ও নৌকার মালিকদের অনেকেই সঠিক সময়ে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করেননি। ডিসেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট দফতরে এমনিতেই লোক কম থাকে। তবে ছুটি শেষে ২ জানুয়ারি থেকে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছে তারা।

অন্যদিকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল বলেন, 'সঠিক সময়ে আবেদন না করায় অনেকেই নতুন লাইসেন্স পাননি । অফিস খোলার পর আবেদন করলে সকলেই লাইসেন্স পাবেন।'

আবার জেলা পরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডল জানিয়েছেন, '১০০ টির ও বেশি জলযানের জেলপরিষদের বৈধ্য অনুমতি না থাকার কারণে জঙ্গলে ঢুকতে পারছে না।যাতে করে বৈধ অনুমতির জন্য সময় দেওয়া হয় এবং বর্তমানে আটকে পড়া নৌকা কিংবা লঞ্চ গুলো যাতে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে পারে বিষয়টি দেখার জন্য ডিএফডিকে অনুরোধ জানিয়েছি। আশাকরি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

পর্যটকদের দাবি, এমন পরিস্থিতির কথা আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল প্রশাসনের তরফে। আগে থেকে জানা থাকলে সুন্দরবনে আসতাম না, পাহাড়েই যেতাম।

ক্রাইম ডেস্ক

গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ ডিসেম্বর রাত নটা নাগাদ পশ্চিম বড়কলা গ্রামের অজয় নদের ধারে এক রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেয়। কাঁকরতলা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করেন। নাকড়াকোনদা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের নাম শেখ মতিন (৫০), বাড়ি পশ্চিম বড়কলা গ্রামে। এলাকায় তৃণমূলকমী হিসাবে পরিচিত ছিল। গরু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ধৃতরা হলো শেখ হাসু এবং শেখ আসুর। ধৃতদের ২১ ডিসেম্বর দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাঁকরতলা থানার ওসি সামিম খানকে অপসারিত করা হয়েছিল। সামিম খানকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়। কাঁকরতলা থানার নতুন ওসি হন সায়ন্তন ব্যানার্জী। মঙ্গলবার ২ জানুয়ারি রাতে মূল অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে কাঁকরতলা থানার পুলিশ। ৩ জানুয়ারি দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

ত্রিপল বিতরণ নিয়ে মারামারি জখম ৭ তৃণমূল কর্মী সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি ত্রিপল বিতরণকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় কমপক্ষে ৭ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক গুরুতর জখম হয়েছেন।ঘটনাটি ঘটেছে তৃণমূলের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন সোমবার সকালে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ভাঙনখালি ইটপাছা পাড়ায়। জখম হাবিবা সেখ,ফরেজ আলি সেখ, আব্দুল আলি সেখ,বাসার আলি সেখ, ছোরমান লস্কর, জান্নাহ লস্কর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য সরকারিভাবে দুটি ত্রিপল আসে। দাবিদার অসংখ্য হওয়া কাউকে না দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। কেন সরকারি ত্রিপল দেওয়া হবেনা এই অভিযোগ তুলে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ বাধে। উভয় পরিবারের লোকজন সকলেই তৃণমূল কর্মী সমর্থক। ঘটনার জেরে দুই পরিবারের মধ্যে মারামারি হয়। লাঠি,বাঁশের আঘাতে উভয় পরিবার ৭ জন জখম হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামে বাসন্তী থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তী ব্লক তৃণমূল নেতা রাজা গাজী জানিয়েছে, একটি ঘটনা ঘটেছে। তবে সেটা পারিবারিক ঘটনা। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি,কোন দলের রঙ না দেখে কঠোর হাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য।'

সিউড়ি মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ ডিসেম্বর রাতে সিউড়ি পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের শুড়িপুকুরপাড়া হনুমান মন্দিরে প্রনামী বাক্স সহ বাসনপত্র চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা পার্থ মাহাতো বলেন, গাঁজার আসর বসছে। সোনার টিপ, বালা, প্রনামী বাক্স, বাসনপত্র চুরি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনা

ইঞ্জিন ভ্যান ও স্কুটির সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যান ও স্কুটি'র মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুত জখম হল এক মহিলা সহ মোট তিনজন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদির চাঁদখালি এলাকায়। গুরুতর জখম হন সুরাইয়া গাজী,তপন মণ্ডল ও উজ্জ্বল মণ্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে তালদি থেকে মেলা দেখে মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যানে চেপে খাসকুমড়ো খালি গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন সুরাইয়া গাজী। সেসময় বিপরীত দিক দিয়ে আসা একটি স্কুটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে গুরুতর জখম হয় স্কুটি'র ২আরোহী ও মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যানের ২ মহিলা যাত্রী। স্থানীয় লোকজন ও অন্যান্যরা রক্তাক্ত অবস্থায় ৩জনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ৩ জনের মধ্যে স্কুটি'র দুই আরোহীর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তাদেরকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : রবিবার সিউড়ি ১ নং ব্লকের খটঙগা গ্রামপঞ্চায়েতের রনপুরে বালিবোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু ঘিরে রনক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। স্থানীয়সূত্রে খবর, চিকিৎসক দেখিয়ে স্বামীর সঙ্গে মোটরবাইকে বাড়ী ফিরছিল দুমকা জেলার ধাদকা গ্রামের লক্ষ্মী মন্ডল গড়াই (৫২)। তীব্র গতিবেগে আসা বালিবোঝাই ডাম্পার পিছন থেকে ধাক্কা মারলে বিপরীত দিকে পড়ে স্বামী আর সেই ডাম্পারের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় লক্ষ্মী। স্বামী সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ক্ষতিপূরণের দাবিতে উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। আইসি দেবাশীষ ঘোষের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। জয়ন্ত ঘোষ বলেন, মালিক চাইছে থানায় মীমাংসা করতে। আমরা চাইছি এখানে সবার সামনে মীমাংসা হোক। থানার প্রতি মানুষের ভরসা নেই , পুলিশের প্রতি আস্থা নেই । মহিলাটি মারা গিয়েছে সে আর ফিরবে না। কিন্তু তার মেয়ের বিয়ে আগামী ২৬ জানুয়ারি। বিয়েটা যাতে ভালোভাবে হয় তারজন্য আমাদের এই অবরোধ। এখানে ডাম্পারগুলো অবৈধ বালি বহন করে প্রচন্ড গতিবেগে চলাচল করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় আঙুল খোয়ালেন বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ডান হাতের দুটি আঙুল খোয়ালেন এক বৃদ্ধ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বৃদ্ধ নছিম আলি ঘরামী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই বৃদ্ধ ট্রাক্টর নিয়ে মাঠে নামছিলেন। সেই সময় আচমকা পা পিছলে পড়ে যান।তার ডান হাত ট্রাক্টরের মধ্যে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলে ওই বৃদ্ধের ডান হাতের দুটি আঙুল ঝরে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার করলে প্রতিবেশী মোরসেলিম মোল্লা দৌড়ে আসেন। দুর্ঘটনায় জখম বৃদ্ধকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বৃদ্ধ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিষ্ণুপুর দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবকুমার বেতালের মুখোমুখি

প্রশ্ন : নতুন সভাপতির পদ পেয়ে কেমন অনুভূতি হচ্ছে?

উত্তর : অনুভূতির কিছু নেই আমি কাজের দায়িত্ব পালন করতে ভালবাসি। ১০০ শতাংশ দায়িত্ব পালন করব।

প্রশ্ন : পূর্বতন সভাপতি কি আপনাকে মেনে নিয়েছেন?

উত্তর : ১৫ বছর এখানে কোন সভাপতি ছিলেন না। জয়েন্ট কনভেনার ছিলেন। ২০৫টি বুথের সব স্তরের কর্মী এবং প্রথম সারির নেতারাই আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এবং প্রতিটি সভাতেই উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ করে আমাকে সকলেই মেনে নিয়েছেন।

প্রশ্ন : কয়েক মাস পরেই লোকসভা ভোট হাতে কম সময় কতটা গুছিয়ে উঠতে পারবেন?

উত্তর : ৩৪ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস দলটি করছি। ২০৫টি বুথের সকল কর্মীকেই আমি চিনি এবং জানি। হাতের তালুর মতো বিষ্ণুপুর দু'নম্বর ব্লক আমার পরিচিত তাই কোনো সমস্যাই হবে না।

প্রশ্ন : আপনি সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পঞ্চাশ হাজার ভোটে দলকে জেতাবেন বলে কথা দিয়েছেন।

সেটা সম্ভব হবে তো?

উত্তর : অবশ্যই হবে। ১৯৯৮ সাল থেকে যত নির্বাচন হয়েছে ২০২৪ সালে সেই সব রেকর্ড ভেঙে যাবে।

প্রশ্ন : আদি এবং নব্য তৃণমূলের যে দ্বন্দ্ব চলছে তাতে কি দলের সংগঠনের ক্ষতি হচ্ছে?

উত্তর : আদি নব্য বলে কিছু হয় না। ১৯৯৮ সালে যারা কর্মী ছিল তারা আদি না নব্য। দলের স্বার্থে আদি নব্য সকলেরই প্রয়োজন।

প্রশ্ন : বিষ্ণুপুর দু'নম্বর ব্লকের উন্নয়ন নিয়ে কী ভাবছেন?

উত্তর : উন্নয়ন চলছে চলবে। মাথার উপর অভিষেক ব্যানার্জি রয়েছেন সুতরাং এখানে উন্নয়নের কোনো ঘাটতি নেই। ভারতবর্ষের আর কোন বিধানসভা বা লোকসভায় এত উন্নয়ন হয়নি।

প্রশ্ন : আমতলা বাখরাহাট রোপওয়ের কী হল?

উত্তর : যারা ওসব গল্প শুনিয়ে ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

প্রশ্ন : পানীয় জল কবে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে?

উত্তর : অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে ৫৬৪ কোটি টাকার জলের লাইনের কাজ চলছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে লোকের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবে।

প্রশ্ন : রাজনীতির আগামী কর্মসূচি কী আছে?

উত্তর : আগামী ৭ জানুয়ারি পৈলানের মাঠে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বার্ধক্য ভাতা তুলে দেবেন তারই জোর প্রস্তুতি চলছে।

প্রশ্ন : দলীয় কর্মীদের নতুন বছরে কী বার্তা দেবেন।

উত্তর : মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির উন্নয়নের খতিয়ান মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। এবং সর্বদা মানুষের পাশে মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের মূল আদর্শ।

বাস ধর্মঘটে বেকায়দায় যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত নতুন আইনের প্রতিবাদে চালকরা ধর্মঘট করে যারজেরে বুধবার বীরভূম জেলায় ব্যাহত হয় বাস পরিষেবা বেকায়দায় যাত্রীরা। সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বাসচালকরা। বাসচালক জিতেন দেবনাথ বলেন, কেন্দ্র সরকারের আইন লাগুর বিরুদ্ধে বাস, ছোটো গাড়ি চালকরা এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। সরকারি বাসচালক মহম্মদ আলি বলেন, সকাল সাতটায় বাস নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বেসরকারি বাসচালকরা আটকে দেয়, তাই ডিপোতে ফিরে আসি। প্রশাসনকে জানিয়েছি। সিউড়িতে পড়াশোনা করা ছাত্রী রুপসা দাস বলেন, সকাল সাতটা থেকে বসে আছি, আগে জানলে ট্রেন ধরতাম, রামপুরহাট যাবো ।

নবজাতকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসত বাজারের কাছে রাস্তার পাশে একটি বাড়ির সামনে থেকে এক নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে যায় জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মঙ্গলবার সকালে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসত বাজারের কাছে রাস্তার কাছে চক্রবর্তী বাড়ির সামনে কে বা কারা একটি নবজাতককে ফেলে রেখে যায়। চক্রবর্তী বাড়ির গৃহবধূ পূর্ণশ্রী চক্রবর্তী এদিন সকালে বাড়ির সদর দরজা খুলে দেখেন একটি নবজাতক প্লাসটিক মোড়া অবস্থায় পড়ে আছে আর তাকে কুকুরে টানাটানি করছে। প্রধানকে জানালে তিনি থানায় খবর দেন। খবর চাউর হতেই ভীড় জমায় বহু মানুষ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

জয়নগরের সাংসদের হস্তক্ষেপে রেলের রাস্তা সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের হস্তক্ষেপে অবশেষে কাটল জট। জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত রেলগেট থেকে দক্ষিণ বারাশত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজে যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। রেলের অধীনে থাকা এই রাস্তা সংস্কার হচ্ছিল না কিছুতেই। সম্প্রতি জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল লোকসভায় এই রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলে রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিতেই মিলল রাস্তা সংস্কারের অনুমোদন। গত শুক্রবার রাত থেকে সেই কাজ শুরু হল। আর শনিবার সেই রাস্তা কেমন হচ্ছে তা সরজমিনে পরিদর্শন করলেন প্রতিমা মণ্ডল জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হককে সঙ্গে নিয়ে। কথা বলেন এই কাজে দায়িত্বে থাকা রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন স্টেশনে আসা যাওয়ার জন্য কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এ ব্যাপারে সাংসদ বলেন, ২০১৭ –২০১৮ সালে

এই রাস্তা আমার সাংসদ তহবিলের অর্থে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেরামত করা হয়েছিল। এখন সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থা। এই রাস্তার পাশে দুটি বড় জলাশয় আছে। গার্ডওয়াল না থাকায় রাস্তার একদিক ধসে যাচ্ছিল। আর তাই এই রাস্তা সংস্কারের জন্য রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিই। ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তার সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হয়ে এলাকার মানুষ ধন্যবাদ জানান সাংসদ প্রতিমা মন্ডলকে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ইউনিয়নের হঠকারিতায় বেঙ্গল ল্যাম্প কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিক শিকারে মেতেছেন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের হঠকারিতা ও অদূরদর্শিতার সুযোগে বেঙ্গল ল্যাম্প কর্তৃপক্ষ শ্রমিক শিকারে মেতেছেন। দীর্ঘদিন কারখানা লক–আউট থাকায় শ্রমিকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সংবাদে প্রকাশ, ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার অচল অবস্থার নিরসন কল্পে প্রথমেই শ্রমিক সংগ্রামের শেষ হাতিয়ার অনশন সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করেন। এমত অবস্থায় অনশন সত্যাগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণের পূর্বে নেতৃবৃন্দের উচিত ছিল সরকারের শ্রমদপ্তরের সহায়তা গ্রহণ করে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে অচল অবস্থার অবসান ঘটানো। কিন্তু তার পরিবর্তে কারখানার গেটে অনশন সত্যাগ্রহ মালিকপক্ষকে শ্রমিক শিকারের সুযোগ করে দেয়। রাতের অন্ধকারে পুলিশ ও ভাড়াটে গুন্ডার সহায়তায় অনশন সত্যাগ্রহীদের উপর হামলা চালানো হয়। লরি লরি কাঁচামাল পাচার করে মালিকপক্ষ লক–আউট ঘোষণা করেন। ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের অযোগ্যতা ও ভ্রান্তনীতি অনুসরণের ফলে বেঙ্গল ল্যাম্পের দেড় হাজার শ্রমিক আজ পথে বসেছে। কারখানা খোলার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ মালিকপক্ষ নাকি কিছু শ্রমিকের বরখাস্তের বিনিময়ে কারখানা খুলতে রাজী আছেন। বিধান সভার সদস্য শ্রীপঙ্কজ ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেল যে, তিনি কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের প্রতি অবিলম্বে কঠোর হস্তক্ষেপের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন। শ্রী ব্যানার্জী আরও জানালেন, মালিকপক্ষকে অবিলম্বে কারখানা খুলতে বাধ্য করার জন্য তিনি শ্রমমন্ত্রীকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। তাঁর মতে এই নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের দিনে দেড় হাজার শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল কয়েক হাজার মানুষকে আর অভুক্ত রাখা চলে না। অবিলম্বে কারখানা চালু করে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে শ্রমিক–মালিক বিরোধের অবসান ঘটানোই শ্রেয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৪, ২২শে পৌষ, ১৩৮০, শনিবার।

প্রধান শিক্ষক নিয়োগের পথে বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রায় দশবছর পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা নিযয়োগের পথে বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বীরভূম জেলায় ২৪০১ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তারমধ্যে ১৫৫০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। কাজ চালাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা। বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান ডঃ প্রলয় নায়েক বলেন, ইচ্ছুক শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষক হতে চাইলে ১৬ জানুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে হবে। তারপর কাউন্সেলিং হবে। তার ভিডিওগ্রাফি করা হবে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য শেষ ২০১৪ সালে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছিল।

বাইক থেকে পড়ে গিয়ে জখম ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাইক থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হল দুই যুবক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের টিঙ্কুর মোড় এলাকায়। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন সঞ্জয় মন্ডল ও ষষ্ঠী মন্ডল নামে দুই যুবক। বর্তমানে জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তারা। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামের দুই যুবক এদিন বাইকে করে ক্যানিং থেকে বাড়িতে ফিরছিল। সেই সময় টিঙ্কুর মোড় এলাকায় এক সাইকেল চালক কে বাঁচাতে গিয়ে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দুজন। স্থানীয়রা ওই দুই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শীতে ভাপা পিঠার বিক্রির ধুম বেড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। এই জেলার বিভিন্ন খাবারের সুনাম রয়েছে বরাবরই। খাবারের তালিকাটাও বেশ বড়। জনপ্রিয় খাবারগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষীরের দই, নলেন গুড় আর নলেন গুড়ের তৈরি বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী। তবে কুয়াশা আচ্ছাদিত সকালে কিংবা হিমেল সন্ধ্যায় বাতাসে ভেসে আসা ভাপা পিঠার মন মাতানো গন্ধে নস্টালজিক হয়ে পড়েন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসী। গরম আর সুগন্ধি ঘ্রাণে মন আনচান করে ওঠে সবার। জেলার সদর শহর বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুরের পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকাতেই শীতের আগমনী বাতার্য় 'শীতের ভাপা পিঠা' বিক্রির ধুম পড়েছে। শীত এলেই একশ্রেণির ব্যবসায়ীরা সকাল–বিকাল এমনকী গভীর রাত পর্যন্ত এ ব্যবসায়

ব্যস্ত সময় কাটান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পৌর শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রাস্তার মোড়ের দোকানগুলিতে চলছে ঐতিহ্যবাহী ভাপা পিঠার তৈরির প্রক্রিয়া । এই পিঠার স্বাদে ক্রেতারা মুগ্ধ । শীতের সময় এখানকার নিম্ন আয়ের অনেক মানুষের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন ভাপা পিঠার ব্যবসা ।
কুয়াশা ঢাকা সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় গরম ভাপা পিঠার মজাই আলাদা। একদিকে ভাপা–পিঠার স্বাদ আর অন্যদিকে চুলার আগুন আর জলীয় বাষ্পের উত্তাপ যেন চাঙ্গা করে দেয় দেহমন। অনেকেই পিঠার দোকানে চুলার পাশে বসেই গরম পিঠা খাচ্ছেন। পরিবারের চাহিদা মেটাতে কেউ কেউ আবার পিঠা কিনে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার পর বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, অফিস, দোকান, ক্লাব, আড্ডাতেও এই পিঠার আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। শীতকালে শ্রমজীবী, রিকশাচালক, ড্রাইভার, শ্রমিকসহ অভিজাত পরিবারের লোকজনের কাছে প্রিয় শীতের এই পিঠা। প্রসঙ্গত, চালের গুঁড়োর সাথে আটা বা ময়দা মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ভাপা পিঠার মতো দেশী জাতের পিঠা। মাটির চুলায় খড়ি অথবা জ্বালানি গ্যাস পুড়িয়ে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পিঠা তৈরি ও বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা। জেলার বিভিন স্থানে ভাপা পিঠার দোকানে সকাল–সন্ধ্যায় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় লেগেই থাকে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের এক পিঠা ব্যবসায়ী হারান রায় জানান, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এই ব্যবসা চালাচ্ছেন তিনি। গরমে তিনি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করলেও শীতের মরসুমে তিনি ভাপা পিঠা ও সেদ্ধ ডিম বিক্রি করে পরিবারের সদস্যদের অন্নসংস্থান করেন। সেই উপার্জনেই সুখে–শান্তিতে দিনযাপন করছেন।

জানা যায়,হারানবাবুর তৈরি পিঠার বেশ সুনাম রয়েছে এলাকায়। শিতের মরশুম শুরু হতেই তাঁর দোকানে ভিড় জমান ক্রেতারা। বিক্রিবাটা ভালোই হচ্ছে। প্রতি পিঠার মূল্য ৫ ও ১০ টাকা করে। প্রতিদিন প্রায় ৫০০–৭০০ টাকার পিঠা বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভাপা পিঠা প্রস্তুতকারক হারান রায় ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ৬ জানুয়ারি – ১২ জানুয়ারি, ২০২৪

লেখাপড়া করে যে...

বাংলার শৈশব পাঠ্যে শেখানো হয়েছিল লেখাপড়ার মাহাত্ম্য। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বর্ণ পরিচয় দিয়ে জ্ঞানের মশাল জ্বালাবার অঙ্গিকার করেছিলেন। একটা সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার শিক্ষায় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বরা জ্ঞানের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাংলার সৃষ্টিশীল মানুষ, মণীষাদৃপ্ত নেতৃত্ব সারা ভারতের কাছে নজির সৃষ্টি করেছিল। বাংলা যা ভাবে ভারত সেই পথ অনুসরণ করে এমন প্রবাদ বাক্যটি এক সময় বাস্তব ছিল। এখন সে সব অতীত বাংলার ঘরে ঘরে চাকরির আশায় দিন গুনছে বাংলার যৌবন। এক দশকের বেশি সময় এ রাজ্যে শিক্ষিত বেকার দ্রুত গতিতে বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে আকাশচুম্বি নিয়োগ দুর্নীতি। তদন্ত চলছে, আইনজীবি, আইন আদালত, বুদ্ধিজীবী, শাসক বিরোধীপক্ষ সবাই এই বেকারত্বের বিরুদ্ধে এমনকি নীতিগত ভাবে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কম বেশি সরব শাসক পক্ষও। তবু দিনের পর দিন এ রাজ্যে যোগ্য ছেলেমেয়েরা চাকরির আশায় দিন গুনছে। এমনিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের কিংবা রাজ্য সরকারের নিয়োগ নীতিতে পরিবর্তন এসেছে। স্থায়ী চাকরির পরিসর সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে সরাসরি বাংলার সামাজিক গঠনে। একদিকে তীব্র অপরাধ প্রবণতার গ্রাফ উর্দ্ধগামী। অন্যদিকে, আত্মহত্যার প্রবণতার নেপথ্যেও বেকারত্ব একটা কারণ হিসাবে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

সামাজিক বন্ধন আলগা হলে একটা জাতি হীনবল হয়ে পড়ে। সে সমাজ থেকে ভবিষ্যতের সৃষ্টিশীল মানুষ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক কিংবা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক তৈরি হতে পারে না।

বাংলার এই বেকারত্বের অভিশাপ রাজনীতিকদের কতটা স্পর্শ করে বোঝা না গেলেও যারা দিনের পর দিন রোদ জলের মধ্যেও ধর্ণা অনশন আন্দোলন দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছেন পরিবার পরিজনদের থেকে দূরে থেকে তাদের চোখের জলের হিসাব কোনও মানবিক প্রশাসন কতটা গ্রহণ করেছে তা আজ প্রশ্নের মুখে। লেখাপড়া করে গাড়ি ঘোড়া চড়ার স্বপ্ন নয় শুধুমাত্র পরিবার পরিজনের মুখে যাতে দুবেলা খাবার তুলে দিতে পারেন সম্মানের সঙ্গে সেই রাস্তাটুকু কেন দুর্নীতির জঙ্গলে হারিয়ে গেল সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠবে মানুষের মনে।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষা পেলেও হাতে কাজ পেল না এই বার্তা সারা ভারতের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্রছাত্রী মহলে প্রশ্ন উঠে গেছে শিক্ষা যদি সবার জন্য হয় তাহলে হাতে কাজ নয় কেন? স্বাভাবিক ভাবে বাংলা মাধ্যম স্কুল এবং কলেজগুলিকে পড়ুয়া সংখ্যা দ্রুত কমছে। পাশাপাশি ইংরাজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে তুলনামূলক পড়ুয়াসংখ্যা বাড়ছে। এর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যাই থাক করোনা পরবর্তী সময়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তিমূলক এবং চাকরিমুখী শিক্ষার দিকে ছুটেছে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেখানে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়ে তারা সাময়িক কাজকর্মের দিকে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে উৎসশ্রী প্রকল্পের বদান্যতায় বিভিন্ন জেলার দূরতম প্রান্তগুলিতে শিক্ষকের আকাল চলছে। প্রশাসন দ্রুত রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে ভাবনা চিন্তা না করলে ভবিষ্যৎ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

পুনরায় বলছি, দৃশ্য–দর্শন–দ্রষ্টা সমস্তই চিৎ। চিৎ আকশরূপী, স্বপ্নকালে চিৎ উদিতা হন, পরলোকেও তিনি উদিতা থাকেন। জল ও জলের তরঙ্গে যেমন কোন ভেদ নেই; ইহলোক, পরলোকও তিনি উদিতা থাকেন। জল ও জলের তরঙ্গে যেমন কোন ভেদ নেই; ইহলোক, পরলোক এবং স্বপ্নেও তেমনই কোন ভেদ নেই। ভেদজ্ঞান ভ্রান্তি হতে জন্ম নেয়, জগদ্ভাবও ভ্রান্তি থেকে জন্ম নেয়। প্রকৃতই ভেদ বা জগদ্ভাবের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং যা কিছু প্রতিভাত হচ্ছে, তা চিৎ ভিন্ন কিছু নয়। মৃত্যুর পরক্ষণেই পূর্বসংস্কার অনুসরণে মৃতকের দৃষ্টিতে দৃশ্যজগৎ প্রতিভাত হতে থাকে। দিক, কাল, আকাশ, দ্রব্য, কর্ম সমস্তই সেই চিদাত্মা হতে স্ফুরিত হতে থাকে। গগন–নগরের মত এইসবও অসিত্বহীন। তা সত্ত্বেও এই ভ্রম চিদাকাশে অবস্থিত থাকে, তাই এই সব কাছে দূরে কম–বেশি, দীর্ঘকাল–স্বল্পকাল ইত্যাদি মিথ্যা বোধ পূর্বসংস্কারের কারণে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সংসার প্রথমে বিধাতা ব্রহ্মার কল্পনাতে ছিল, এবং পরে সেই কল্পনা স্থূল হয়ে জগৎ আকারে প্রতীত হয়েছে। সুতরাং এহেন কল্পনাজাত অসত্য সংসারের চিরতরে উচ্ছেদ বা বিস্মরণই হল মোক্ষ বা মুক্তি।

লীলা বললেন, পূর্ব সংস্কারের দরুন পুনঃ পুনঃ জগদ্ভাব স্ফূরিত হয়, জানলাম। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ দম্পতির সংস্কার কোথা থেকে এল? সেই সৃষ্টি আমি তো কখনও অনুভব করিনি। বিদ্যাদেবি বললেন, মৃত্যুমোহের পর যে দৃশ্য–দর্শন ঘটে, তার কারণ একমাত্র পূর্ব সংস্কার নয়; বিধাতার সৃষ্টিও তার অন্যতম কারণ। বিধাতা ব্রহ্মা মুক্ত, তাই তাঁর পূর্বকল্পের স্মৃতি পরকল্পের সৃষ্টির কারণ হয় না। তাঁর যে পূর্বকল্পের আতিবাহিক দেহ, তা মায়াশক্তিতে লীনাবস্থায় থেকে যায়, তাই চৈতন্য নতুন ব্রহ্মের আকারে আবির্ভূত হয়। এইভাবে ব্রহ্মার পর ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়, চিদাকাশে এই ভাবে সমস্ত সৃষ্টির উদয় হয়, কিন্তু আসলে কিছুই প্রকৃত অর্থে হয় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

কি অসাধারণ আশীর্বাদ!

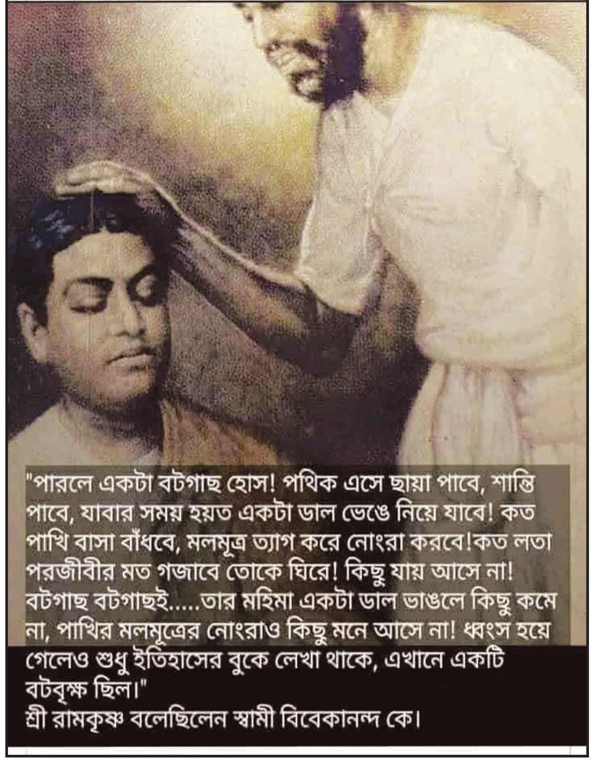

অর্বাচীনদের ক্ষমা করো স্বামীজী

নির্মল গোস্বামী

যে ভাবে ফুটবল আর গীতাপাঠ এর রাজনৈতিক লড়াই জমে উঠেছে তাতে করে মনে হচ্ছে আমাদের মানে আম জনতার মোক্ষলাভ বোধ এবার হাতের মুঠোয় এলো বলে। রাজনীতির এমন সর্বগ্রাসী আকর্ষণ যে স্বামীজীকেও ছাড়ছে না। অবশ্য ছাড়বেই বা কিরে স্বয়ং স্বামীজী তো বলে গেছেন যা দিয়ে গেলাম তা আগামী ৫০০ বৎসর ভরতবর্ষকে পথ দেখাবে।' এখন তো সবে সার্ধশত বৎসর পার হয়েছে। ফলে সেই স্বামীজীর নামে বেনামে রাজনীতির বাজার গরম হবে না এমনটা ভাবাই অর্বাচিনের কাজ। এবার আসল কথায় আসা যাক। একদল লক্ষ

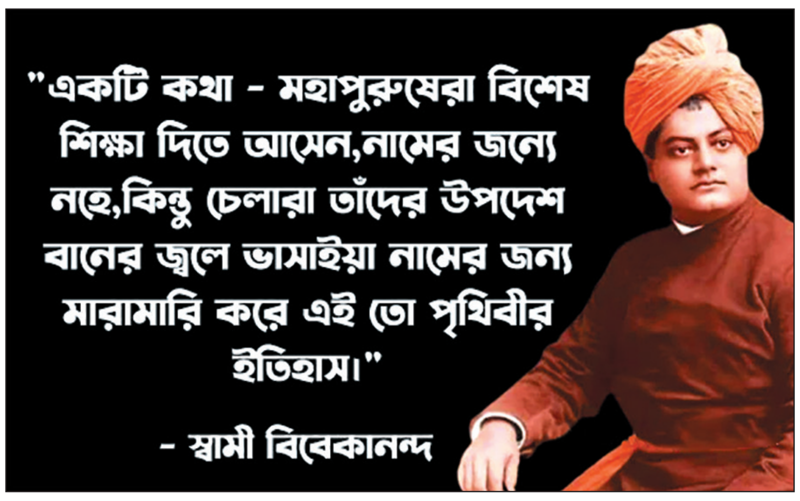

কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর করল। আর একদল চণ্ডীপাঠের আসর করবে বলেছে। তবে গীতাপাঠের সব সুফলটুকু যাতে একটা দল নিয়ে ভোটের বাজারে বাজিমাত করতে না পারে, তার জন্য বলে বেড়াচ্ছে যে স্বামীজী বলে ছিলেন গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয়। ফলে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিপক্ষের এই বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে তারা বলছে যে ঐ কথাকে যারা হাতিয়ার করে তারা বামপন্থী প্রোডাক্ট। প্রতিপক্ষ রে রে করে উঠল স্বামীজীকে অপমান করা হয়েছে। এই ফুটবল আর গীতা নিয়ে দড়ি টানাটানিতে আমজনতা পড়েছে আতান্তরে। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না ফুটবল খেলবে না গীতা পাঠ করবে? এই সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে বাঙালি যেন স্বামীজীর প্রতিটি বাণীকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে এসেছে এতোদিন। শুধু এইটিকে নিয়ে সংশয়ে পড়েছে। তাই তার সমাধান চাইছে রাজনীতির কারবারীদের থেকে। আসলে তাতো নয়। স্বামীজী থেকে আজ আমরা আলোকবর্ষ দূরে সরে এসেছি। তাঁর নীতি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, দেশপ্রেমকে আমরা দুপায়ে ইচ্ছামতো পদ দলিত করে চলেছি। আর গীতা পাঠে এসে দ্বন্দ্ব করছি। দ্বন্দ্বের তো কোন স্থান নেই। যার ইচ্ছা হবে সে ফুটবল খেলবে, যার ইচ্ছা হবে সে গীতাপাঠ করবে। ফুটবল তো আবাল–বৃদ্ধবণিতা খেলে না। শুধুমাত্র যুবক যুবতীরা খেলে। গীতাপাঠ সকলেই করতে পারে। কোন বয়সের বাধা নেই। ফুটবল খেললে দৈহিক শক্তিতে বলবান হবে। আর ধর্ম চর্চা বা মানবসেবা দুর্বল শরীর নিয়ে হয় না। সবল সুস্থ শরীর হলে মনের শক্তিও বাড়ে। দুর্বল শরীর সম্পন্ন ব্যক্তিরা মানবিক দিকে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই মানসিক ও শারীরিক ভাবে সুস্থ সবল থাকতে হলে শরীর চর্চার বা ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়। শুধু ফুটবল নয়, যে কোন আউটডোর খেলায় শরীর চর্চা সম্পন্ন হয়। স্বামীজী খেলার প্রতীক ফুটবলকেই উল্লেখ করে ছিলেন। স্বামীজী যে মানসিক পুষ্টি পরাধীন ভারতবাসীকে জাগাবার জন্য জুগিয়েছিলেন তাকে ধরে রেখে বাস্তবায়ন করতে হলে চাই বলিষ্ঠ শক্তশালী একদল যুবক। তিনি বলেছিলেন ইস্পাত কঠিন বাহু সম্পন্ন যুবক চাই।

আমরা দেখি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে শরীরচর্চা করত। বলবান যুবক হলেই যে দেশের জন্য প্রাণ দান করবে তার কি নিশ্চয়তা আছে? বলবান যুবক মার দাঙ্গা করতে পারে, ডাকাতি, ছিনতাই–রাহাজানি করতে পারে। এই বলবান যুবকরা তখনই হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পারে যখন সে জানবে যে তার আত্মার বিনাশ নেই। জীর্ণ বসনের মতো এই দেহ ত্যাগ করে আবার নতুন দেহে আত্মার প্রকাশ হয়। অর্থাৎ গীতার জ্ঞানকে আত্মস্থ করলেই সে ইহজীবনের সব ভোগকে তুচ্ছ করতে পারে। স্থির লক্ষে জীবনাহুতি দিতে দ্বিধা করে না। এখানে ফুটবল খেলা আর গীতা পাঠ অঙ্গাঅঙ্গী জড়িত।

একটাকে বাদ দিলে আর একটা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। তবে আমরা এ দৃশ্য দেখিনি যে, রামকৃষ্ণ মিশনের নবীন ব্রহ্মচারীরা সব দল বেঁধে ফুটবল খেলতে নেমেছে বা রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসীদের নিয়ে ফুটবল টিম করে দেশে দেশে টুর্নামেন্ট খেলে বেড়াচ্ছে। ফলে সবার জন্য ফুটবল যেমন অপরিহার্য্য নয়, তেমনি গীতা পাঠ না করে কোটি কোটি মানুষ দিব্যি জীবনযাপন করে চলেছে। ফলে যা কিছু দেখনদারী তা রাজনীতির স্বার্থে।

তবুও যে কথাটা না বললে নয় তাহল যে, আমরা স্বামীজীকে ঐ অন্ধের হাতি দর্শনের মতো করে জানি বা জানার চেষ্টা করি। তাই আমাদের ভুল হয়। শিকাগো ফেরত স্বামীজী এবং তার আগের স্বামীজীর মধ্যে পার্থক্য আছে। আবার সিমলের দত্ত বাড়ীর নরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং রামকৃষ্ণের নরেনের মধ্যেও পার্থক্য থাকাটা খুবই বাস্তব সম্মত। জীবনের ভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে তবেই নরেন থেকে বিশ্বজয়ী স্বামীজী হয়েছেন। এই যে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি এবং চিন্তার মধ্যে ফারাক থাকবেই এবং আছেও। তাই আমরা স্বামীজীর বিভিন্ন উক্তির বা কার্যের মধ্যে স্ব বিরোধীতা লক্ষ্য করে থাকি।

আবার যারা সম্পূর্ণরূপে স্বামীজীকে জানা বা বোঝার চেষ্টা করেছেন তারা এই স্ববিরোধীতা দেখতে পান না। শিকাগো জয় করে স্বামীজী কলকাতায় পদার্পন করে বলেছিলেন যে আজ থেকে ৫০ বৎসর পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আগামী ৫০ বৎসর কোন দেবদেবীর পূজার প্রয়োজন নেই– দেশ মাতৃকাই হোক একমাত্র আরাধ্য দেবী। তিনি ভারতবাসীকে দেশের স্বাধীনতার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে ঐ উক্তিটি করেছিলেন। ঐ কথা শুনে আমরাও দেবদেবীর পূজা বন্ধ করিনি এবং রামকৃষ্ণ মঠ মিশনও দেবদেবীর পূজা বন্ধ করেনি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল যে ঠিক ৫০ বৎসর পরই দেশ স্বাধীন হয়েছিল।

স্বামীজীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক খুব মাখোমাখো ছিল বলা যাবে না। উল্টে শোনা যায় পড়ানোর অক্ষমতার জন্য বিদ্যাসাগরের জামাই শিক্ষকতার চাকরি থেকে বাদ দিয়েছিলেন নরেনকে। বিদ্যাসাগর মশাই চাইলে হয়তো নরেনের চাকরিটা থাকত। যাইহোক কথা হল, উভয়েই উভয়ের সম্পর্কে তেমন ভাবে বুঝতে পারেন নি। তাই তিনি বন্ধুদের এক সময় বলেছিলেন, 'সুবোধ বড় ভালো ছেলে', 'সদা সত্য কথা বলিবে' এসব দিয়ে কিছু হবে নেরে। আরো বড়ো আরো বড়ো কিছু করতে হবে। আবার স্বামীজী যখন পূর্ণ রূপে বিরাজিত হলেন, যখন হৃদয়টা তাঁর বড় হল তখন তিনি বলতেন, মাঝে মাঝে মনে হয় বুকটা আমার ফেটে যাবে হৃদয়টা এতো বড় হয়ে গেছে। সেই সময় তিনি একান্তে বলেছিলেন, 'ঠাকুরের পর আমি বিদ্যাসাগরকে ফলো করেছি।' অর্থাৎ হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি পেতেই তিনি বিদ্যাসাগরকে বুঝতে পারলেন। অর্থাৎ বুদ্ধি বা হৃদয়ের স্তর ভেদে একই জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়।

স্বামীজী মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করতেন। আবার সেই স্বামীজী মায়াবতীতে ঠাকুরের ছবি রাখতে বারণ করলেন। সেখানে শুধুমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা করবে সন্ন্যাসীরা। আবার বেলুড় মঠে ধুমধাম করে দুর্গাপূজা করলেন। অনেকেই বলবে এটা স্ববিরোধীতা। আসল কারণ হল মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে ব্রহ্মের কাছে যাওয়া যায় না। তাই বেলুড় মঠে মহামায়ার পূজা হল। সন্ন্যাসীদের জন্যে মহামায়ার প্রার্থনা– মা পথ ছেড়ে দাও। এটাকে বলে, অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা। স্বামীজী একাধারে সন্ন্যাসীদের মহারাজা, বিপ্লবীদের দীক্ষাগুরু, সমাজ এবং ধর্মসংস্কারক, আর্ত মানুষদের সেবায় নিবেদিত প্রাণ, তিনি ভারতআত্মা, তাঁকে খণ্ড চিত্রে ধরতে গেলেই ভুল হবে।

কত রক্ত ঝরলে কেন্দ্রের ঘুম ভাঙবে

অর্পণ কর

আজ সারা ভারত তাকিয়ে দেখছে মমতাময়ী মমতার বাংলায় চোর ধরতে গিয়ে রক্তাক্ত হতে হচ্ছে কর্তব্য রতো গোয়েন্দা আধিকারিকদের। এ রাজ্যে সংগত কারণেই ইডি, সিবিআই লাফিয়ে ঝাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন দুর্নীতি নানা রূপে ধরা দিচ্ছে বাংলার মানুষের কাছে। জনগণ কোনও বায়বীয় পদার্থ নন একথা বিলক্ষণ জানেন প্রতিটি ভোট প্রার্থী রাজনৈতিক দল। নানা প্রতিশ্রুতির বন্যায় বছরের পর বছর ক্ষমতার অলিন্দে ঘুরে বেড়ান তারা। অথচ সেই সাধারণ মানুষের যার অর্থ তছরূপ করে, আদালতের নির্দেশে অপরাধীদের ধরতে যাওয়া হয় তখনই বিপ্লব বিদ্রোহ শুরু হয় ইডি, সিবিআই–য়ের বিরুদ্ধে। সন্দেশখালির ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এ রাজ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষকে আড়াল করার জন্য অনুগত গুণ্ডাদের পাশাপাশি শাসকদলের নেতারাও কম যান না। ইডি বাহিনী কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে যখন এক শাসক নেতার বাড়ি তল্লাশীর জন্য যায় সেখানে গিয়ে রক্তাক্ত হতে হলো শুধু ইডি, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নয়

সাংবাদিকদেরও রক্তাক্ত করা হলো, ক্যামেরা গাড়ি ভাঙা হলো। তবু মৌন এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবী সহ উচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব। দেখা গেল দুষ্কৃতিদের পক্ষ নিয়ে শাসকদলের এক সাংসদ ও এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনগণকে ছাপালো এক অলীক গল্প ভাসিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন।

এরাজ্যে সাম্প্রতিক অতীতে বগটুইয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। সাধারণ মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবু দিল্লির টনক নড়েনি। একটু আধটু বিরোধীদের আন্দোলন, কেন্দ্রীয় নেতাদের আনাগোনা তারপর সেই জমাট অন্ধকার। একসময় বলা হতো জাতির নামে বজ্জাতির কথা। আর এখন চলছে ভোটের নামে বজ্জাতি। বাংলার জাগ্রত মানুষজনকেই দায়িত্ব নিতে হবে সাংবিধানিক উপায়ে এই সব বজ্জাতি বন্ধ করতে। নইলে দিনের পর দিন রক্তঝরা বাংলাকে দেখে অন্য রাজ্যের মানুষজন সহানুভূতি জানিয়ে যাবেন সেটা বঙ্গবাসী হিসাবে কত দিন আর সহনীয় হবে।

মতামত লেখকের নিজস্ব। সংবাদপত্র দায়ী নয়।

শয্যা তুমি কার

সপ্তাহের বাছাই

প্রতিরুদ্ধ বাউল

জন্ম থেকে মৃত্যু শয্যা মানুষের সঙ্গী। সেখানে বাড়ি হাসপাতাল, সাধু অসাধু, ধনী গরিবের কোনো বাছ বিচার নেই। শুধু হতে পারে শয্যার তারতম্য। ভূমি শয্যা বা ভূমির উপরে খাট শয্যা। আবার হাসপাতাল হলেই সেই খাটের নাম বেড আর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হলে সেই বেড কার তা নিয়ে তৈরী হয় ধন্দ। কারণ এই বেডের তিন দাবিদার, ডাক্তার, দালাল, রোগী। অবশ্য এঁরা প্রত্যক্ষ, এঁদের দেখা যায়। আর এক দাবিদার আছে যাকে দেখা যায় না, ভগবানের মত। তিনি প্রভাবশালী। ইনি আড়াল থেকে ইথার তরঙ্গের মাধ্যমে ফোনে ইঙ্গিত দেন, বলে দেন বেড কার। সাধুর না অসাধুর। যাকে বলবেন তাকেই দিতে হবে মহার্ঘ্য বেড।

এভাবেই জেল খাটা অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র তাঁর 'বিষ' কণ্ঠ লুকোতে দিব্যি শুয়ে বসে কাটিয়ে দিচ্ছেন এসএসকেএম এর মত সেরা হাসপাতালে। আর এমন অবিবেচক শয্যা দখল চক্ষুশুল আপামর রোগীকুলের যারা একটা বেডের জন্য হাসপাতালের নর্দমার পাশে রাস্তায় শুয়ে দিন কাটাচ্ছেন। দিনের পর দিন ঘুরছেন একটা বেড পাওয়ার আশায়। অথচ এদের আশায় ছাই দিয়ে হাসপাতালের বেড দখল করে রাখছে দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনৈতিক নেতারা।

সব হাসপাতালের মধ্যে এসএসকেএমের বেড চিরকালই রাজনীতিক কেষ্ট বিষ্টুদের নিয়ন্ত্রণে। কংগ্রেস থেকে বাম হয়ে তৃণমূল কোনো আমলেই তার ব্যতিক্রম হয়নি। ডাক্তারদের দয়া না পেলে, দালাল ধরতে না পারলে তাদের ধরতে হয়। তারা ফোন করে বেড পাইয়ে দেন অন্যদের বঞ্চিত করে। আবার সব আমলে দালালরাজ, নেতাগিরি বন্ধ করতে লোক দেখানো নাটক চলে। ডিজিটাল বোর্ড লাগানো হয় বেডের পয়স্থিতি সকলকে জানবার জন্যে। তাতে অবশ্য অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। বরং দালালদের চাহিদা আরও বাড়ে।

তবে এই তৃণমূল আমল সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। ডাক্তাররাও খোলাখুলি নেমে পড়েছেন রাজনীতিকদের মদত দিতে। দিনের পর দিন মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে অভিযুক্তদের বেড দখলের সুযোগ করে দিচ্ছেন। একসময় স্কুলপাঠ্যে ডাক্তারকে সমাজবন্ধু বলে উল্লেখ করা হত। তারা যে এমন রোগীদের শত্রু হয়ে উঠবেন কেই বা ভেবেছিল। বাঙালির সর্বাঙ্গীন সামিল এসএসকেএমও। তবে যা ইঙ্গিত মিলছে তাতে এই সুপার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সম্ভবত আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চলেছে। সেটাই হবে বাংলার জন্য নতুন বছরের প্রথম উপহার।

দেশ দেশান্তরে

কারাদণ্ড নোবেলজয়ী ইউনূস–এর

সুমন্ত ভৌমিক

গ্রামীণ টেলিকমের ১০১ জন শ্রমিক কর্মচারীকে স্থায়ী না করা, গণছুটি নগদায়ন না করা, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ জমা না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ইউনূস সহ অন্যদের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসকে ৬ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ঢাকার শ্রম আদালত। ইউনূসের সঙ্গেই কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ টেলিকমের এমডি মোহাম্মদ আশরাফুল

হাসান, পরিচালক নুরজাহান বেগম এবং মোহাম্মদ শাহজাহানকে। মাত্র কয়েকদিন পরেই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আর, ঠিক তার আগেই এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরোধী বলে পরিচিত।

এর আগে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে মামলাটি দায়ের করে বাংলাদেশের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদফতর। এই মামলার শুনানি শুরু হয় গত ২১ নভেম্বর। অধ্যাপক ইউনূসের আইনজীবীর দাবি, হয়রানি করার জন্যই জালিয়াতির মাধ্যমে কাগজ তৈরি করে মামলা করা হয়েছে। এর আগেও একাধিক ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেন ইউনূস। তাই প্রতিশোধ নিতেই বাংলাদেশ সরকার একটি মিথ্যা মামলা করেন বলেও দাবি ওই আইনজীবীর।

আদালত সেদিন নির্দেশ দেয়, রায়ের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী করতে, কল্যাণ তহবিলের গঠন ও শ্রমিকদের ৫ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়ার।

ভোটে জিতলেই স্মার্ট বাংলাদেশ

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন। তার আগেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন। ইস্তাহারে বলা হয়েছে, নির্বাচনের জন্য আমাদের স্লোগান স্মার্ট বাংলাদেশ। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ফিরলে উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বাড়বে। দেশকে স্মার্ট গড়ার জন্য ১১টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম আধুনিক, প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা। দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতেও বরাদ্দ বাড়বে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে দলের ইস্তাহার প্রকাশের সময় শেখ হাসিনা বলেন, চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় ফিরলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বেন। আমাদের সেবা করার সুযোগ দিন। আপনারা আমাদের ভোট দিলে আপনাদের উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধি দেব। তিনি আরও বলেন, আমরা জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিই তা পূরণে বিশ্বাসী।

১০৮ পাতার নির্বাচনী ইস্তাহারে ভারতের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার উপরেও জোর দিয়েছেন শেখ হাসিনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো, আন্তঃসীমান্ত সংযোগ, শক্তির অংশীদারিত্ব এবং ন্যায়সঙ্গত জল বণ্টনের মতো ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করার নীতির রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এই ইস্তাহারে। ওই ইস্তাহারে বলা হয়েছে, সরকার ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতা অব্যহত রাখবে।

এদিকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি খালেদা জিয়া। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনে কোনও নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবে হবে না। হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি গত ২৯ অক্টোবর থেকে সারাদেশে বিক্ষোভ আন্দোলন করছে। এই সরকার বিরোধী আন্দোলনে এখন পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৮৬টি গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে।

পাঠকের কলমে

ময়লার বালতিতে জল

চেতলা ও কালীঘাটের গলিতে গলিতে দেখা মিলছে কে এম সি থেকে দেওয়া নীল সাদা বালতির। তবে আবর্জনা ফেলার জন্য নয়। এলাকার বাসিন্দারা তাতে ভরে রেখেছে পানীয় জল এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। প্রশাসনের সতর্কতার পরেও একই কাজ করছেন কিছু সংখ্যক মানুষ। তাই কলকাতা কর্পোরেশনের পরিদর্শকেরা প্রায় এড়িয়ে যাচ্ছেন ব্যাপারটা। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ তারা যেন ব্যাপারটিতে আরো একবার আলোকপাত করেন।

অরিজিৎ দত্ত
চেতলা।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বিদ্যানগরে রাসমেলা উৎসব

অশোক সেন : বাংলা ১৩৫০ সালে ভক্তপ্রাণ বেচারাম দেউটি মহাশয় ও বিদ্যানগরের আসেপাশে আপামর গৌরাঙ্গ ভক্ত বৃন্দের সহযোগিতায় বিদ্যানগর মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে সমস্ত গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ উৎফুল্লিত হইয়া এবং ধর্ম চেতনা প্রসার বৃদ্ধির উপর উৎফুল্লিত হওয়ায় তৎকালিন মহারাজ প্রয়াত ১০৮ দিব্যানন্দ গিরি মহারাজজী প্রায় শতাব্দী প্রাচীন জীর্ণ মন্দির ধীরে ধীরে সুবিশাল নাটমন্দির সহ বিশাল গৌরীয় মঠ বর্তমান রূপ পায়। ধর্মীয় প্রভাব ও অঙ্গ হিসেবে বর্তমান বর্ষে ২০২৩ এ গত ১০ ডিসেম্বর হইতে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মঠ প্রাঙ্গণে নাট–মন্দিরে রাসমেলা আয়োজন করে। এই মেলায়আশপাশ অঞ্চল সহ বাহির হইতে প্রচুর লোক সমাগম হয়। যাহা বিদ্যালয়ের মঠ রাসমেলা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ ডিসেম্বর (২৩) সকালে 'সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের' উদ্যোগে রসিক সরকার ও দেবু দাসের পরিচালনায় প্রয়াত পারুল ভট্টাচার্য্য ও প্রয়াত অনিমা লাহিড়ীর স্মরণে ৩৯তম বর্ষ রক্তদান শিবিরের মোট ৪৫ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সারগর্ভ ভাষণ দেন বিশিষ্ট জনসেবক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, ডাঃ কল্যাণ ব্যানার্জী, ডাঃ সঙ্ঘমিত্র চ্যাটার্জী, ডাঃ অমিতাভ বিশ্বাস, দীপক মিত্র, রতন ব্যানার্জী প্রমুখ।

আবার সুন্দরবনের মৈপীঠে বাঘের আতঙ্কে সারারাত পাহারায় বনকর্মীরা ও গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার কুলতলিতে বাঘের আতঙ্কে সারারাত পাহারা দিলেন গ্রামবাসী ও বনকর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকালে মৈপীঠ উপকূল থানার পেটকূলচাঁদ ব্রীজ সংলগ্ন ভাসা গুড়গুড়িয়া এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় বাঘের থাবার ছাপ। এরপরেই স্থানীয় পুলিশ এবং বন দফতরের কর্মীরা এলাকা ঘিরে রেখেছেন। গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পেটকুলচাঁদ জঙ্গলে বাঘ এসেছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। বৃহস্পতিবার বিকেলে লোকালয়ে বাঘ দেখেন কয়েক জন বাসিন্দা। তার পরেই খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশও। বাঘ দেখে আতঙ্কে স্থানীয়েরা। কেউ কেউ দাবি করেছেন, সকালের দিকে তাঁরা বাঘের থাবার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। তার পর বিকেলে বাঘটিকেও এলাকায় দেখা গিয়েছে। স্থানীয়

বাসিন্দারা বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে জঙ্গলে বাঘের থাবার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। আর এক বাসিন্দা বলেন, সারারাত ধরে আমরা গ্রাম পাহারা দিয়েছি।স্থানীয়দের সতর্ক করে পুলিশের তরফে মাইকিং চলছে। বাঘটিকে গভীর জঙ্গলের দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা। তার আগে কেউ যাতে জঙ্গলের কাছে না যান, সেই বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জঙ্গল ঘিরে রেখেছেন বনকর্মীরা। শুক্রবার সকালে বাঘটি হেড়োভাঙা ৯ জঙ্গল ক্যাম্পাসে চলে গেছে বলে বন দফতর সূত্রের জানা গিয়েছে। তবে গ্রামে এখনো বনকর্মী ও পুলিশ আছে। জাল দিয়ে জঙ্গল ঘিরে দেওয়া হয়েছে।তবে আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। কুলতলিতে বাঘের আতঙ্ক এই প্রথম নয়। অতীতে বার বার বাঘ ঢুকে পড়েছে সুন্দরবনের এই জঙ্গল লাগোয়া এলাকায়। সেই বাঘকে খুঁজে জঙ্গলে পাঠাতে কালঘাম ছুটেছে বনকর্মীদের। বাঘের হানায় প্রাণহানির ঘটনাও বিরল নয়। তাই বাঘ যত ক্ষণ না ধরা পড়ছে, আতঙ্ক কাটছে না কুলতলির বাসিন্দাদের।

সুন্দরবনে হস্তশিল্প ও পরিবেশ মেলার সূচনা করলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রাম বাংলার কৃষিকে টিঁকিয়ে রাখতে জৈব চাষের উপর জোর দিতে ৬ দিনের সুন্দরবন কৃষি, শিক্ষা, হস্তশিল্প ও পরিবেশ মেলা হয়ে গেল সুন্দরবনের মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর বিবেকানন্দ ময়দানে মুক্তি কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল ও বিবেকানন্দ সেবা সংঘের উদ্যোগে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা। জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপি হালদার, মথুরাপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়ভূষণ ভান্ডারী, মুক্তির কর্ণধার শংকর হালদার, কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি, মথুরাপুর থানার ওসি রাজু বিশ্বাস, মথুরাপুর ১ ও ২নং বিডিও সহ আরো অনেকে। এদিন মন্ত্রী জৈবচাষের উপর আরো গুরুত্ব দিতে বলেন।তিনি এদিন সুন্দরবন এলাকায় সরকারের কাজের নমুনা তুলে ধরলেন। কিভাবে চাষকে আরও উন্নত করা যায় সে বিষয়ে ও আলোকপাত করলেন।৬ দিনের এই মেলায় রাজ্য কৃষি দপ্তরের স্টল সহ ৫০ এর বেশি বিভিন্ন ধরনের স্টল বসেছে।১২ তম বর্ষের এই মেলা দেখতে আসেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষের সমাগম দেখতে পাওয়া গেল এই শীতের মধ্যেও।

মা মমতা ফাউন্ডেশন এর একটি মহিলা উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ জানুয়ারি ২০২৪ বজবজ বিধানসভার বিড়লা মোড়ে মা মমতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গ্রামীণ মহিলাদের স্বয়ংস্তর করতে সৃজন নামে একটি সংস্থার সৃষ্টি হল। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি, নর্থ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মীনারায়ন জাটি। ফাউন্ডেশনের দুই কর্ণধার শম্পা মিশ্র এবং প্রণব মিশ্র জানান সারা দেশ জুড়েই তারা পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য নানা কাজ করছেন। বিড়লা মোড়ে সৃজন সংস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের কর্ম জীবিকার সৃষ্টি করা হবে। এখানে ফিনাইল, টয়লেট ক্লিনার সহ নানা সামগ্রী তৈরি হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার মানুষকে শীত বস্ত্র প্রদান করা হয়। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক মইনুদ্দিন শেখ লাল জানান, ঝড়খালি, শংকরপুর সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংগঠন কাজ করছে।

শ্রমিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অত্যন্ত সফলভাবে সমাপ্ত হয় এ আই টি ইউ সি দার্জিলিং জেলা দশম সম্মেলন। স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানান হয়। শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের অর্থ সঠিক ভাবে শ্রমিক দের জন্য ব্যবহার করার দাবি জানানো হয়। সম্মেলন থেকে সুরিন্দর রায় কে সভাপতি, পার্থ মৈত্রকে সাধারণ সম্পাদক এবং জীবেশ বাগচীকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের সম্পাদক মন্ডলী এবং ৩৩ জনের জেলা কমিটি তৈরি হয়। আগামী ২৬ –২৮ জানুয়ারি, তমলুকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানান হয়।

তাড়া করে ট্রলার সহ ৬ বাংলাদেশী জলদস্যুকে ধরল সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবন উপেক্ষা করে রয়্যাল বেঙ্গলের ডেরায় নেমে প্রায় ২ কিলোমিটার তাড়া করে একটি ট্রলার সহ ৬ জন বাংলাদেশী জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করলো সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের কর্মীরা। ধৃতরা হল বাবলু, মোহাম্মদ রাজু সর্দার, ইসরাত খান, শেখ রাসেল, মোহাম্মদ আলি শিকারী ও মোহাম্মদ ইলিয়াছ। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার অধিনস্ত কামরাঙ্গা, ঘোঁঘোনিয়া, বাস্তুলী মুজিবনগর, শ্রীফলটোলা গ্রামে।

জানা গিয়েছে বুধবার সুন্দরবনের ন্যাশানাল ইষ্ট পার্ক রেঞ্জের বাগমারা–৪ খাল সংলগ্ন সুন্দরবনে ন্যাশনাল ইষ্ট পার্ক রেঞ্জের রেঞ্জার স্বপন কুমার মাঝি ও ট্রেনি রেঞ্জার নবকুমার সাউ এর নেতৃত্বে অরণ্যসাথী সুকুমার মন্ডল, প্রশান্ত দাস, আশরাফ মোল্লা সহ তারক গায়েন ৬ সদস্যের একটি দল নজরদারী করছিলেন। সেই সময় তাঁরা দূরবীন দিয়ে দেখতে পান বাগমারা–৪ কম্পার্টমেন্টের বাগমারা খাল সংলগ্ন সুন্দরবন জঙ্গল এলাকায় দুজন ব্যক্তি ট্রলার থেকে নেমে সুন্দরবন জঙ্গলে যাচ্ছে। এমনটা দেখার পর আর এক মুহূর্ত দেরী করেননি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ওই দল। তাঁরা জলযান চেপে তড়িঘড়ি সেখানে হাজীর হন। নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে তাঁরা সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের ডেরায় নেমে পড়েন। সেখানে প্রায় ২ কিলোমিটার পথ তাড়া করেন জলদস্যুদের। দীর্ঘক্ষণ চলে জলদস্যুদের সাথে লুকোচুরির খেলা। অবশেষে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে যায় বাংলাদেশী জলদস্যুরা।

তাদের কাছে বৈধ কোন কাগজপত্র না থাকায় বেআইনি ভাবে ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করে প্রবেশ করায় তাদেরকে গ্রেফতার করেন সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। পাশাপাশি জলদস্যুদের ব্যবহৃত ট্রলারটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে সুন্দরবনে প্রচুর পর্যটকদের আনাগোনা। অসংখ্য ভীড় পর্যটকদের।সুযোগ বুঝে জলদস্যুরা অসামাজিক কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতে প্রবেশ করে। তবে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের তীক্ষ্ণ নজরদারীর ফলে দস্যুবৃত্তি করার আগেই ধরা পড়ে যায় বাংলাদেশী জলদস্যুরা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। উল্লেখ্য বিগত ৯ মাসের মধ্যে তিনবার সাফল্য পায় সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। তবে বিগত পাঁচ বছরে এমন বড় সাফল্য আসেনি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের।

স্বাস্থ্য জেলায় সাগর মেলা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ জানুয়ারি ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার দপ্তরে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার পরিষেবা নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জয়ন্ত সকুল, উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সোনালী দে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়। সাংবাদিক সম্মেলনে জানা যায় ডায়মন্ড হারবার থেকে সাগর পর্যন্ত মোট ৭৫৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত থাকবেন। পাঁচটি হাসপাতালে সাধারণ বেড থাকবে ১০০ টি, আইসোলেটেড বেড থাকবে ৭৫ টি, আই সি ইউ বেড থাকবে ৩০ টি। ১৪ টি বাফারজোন ১৭৮৮ জোনের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স থাকবে ১০টি, সাধারণ অ্যাম্বুলেন্স থাকবে আরো ১০টি এনজিওদের অ্যাম্বুলেন্স থাকবে ৮০ টি। এর সঙ্গে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও তিনটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সও থাকবে। জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের সব রকম স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে আমরা প্রস্তুত।

পরিদর্শনে এলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর মাত্র কয়েকটি দিনের অপেক্ষা,চলতি মাসের ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা।তাই মেলার ঠিক আগেই মেলার পরিকাঠামোর প্রস্তুতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে গঙ্গাসাগরে এলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। এবছর গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ১১টি অস্থায়ী দমকলকেন্দ্র ও ৫০টি ইঞ্জিন থাকবে। এছাড়াও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দ্রুত এলাকায় পৌঁছে যাবে দমকল কর্মী সহ বুলেট। এই বুলেটে অগ্নিনির্বাপক সব ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া অগ্নিনির্বাপণের জন্য নদীর জলের পাশাপাশি জলাধার ও পাইপ লাইনের জল ব্যবহার করবে দমকলকর্মীরা। এজন্য গঙ্গাসাগরমেলা মাঠ, কচুবেড়িয়া,লট নং আট, নামখানা পয়েন্ট, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাইপ লাইন থেকে জল নেবে দমকল। এজন্য প্রায় ৩০০টি অতিরিক্ত পয়েন্ট করা আছে। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরমেলার পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, দমকলের সহকারি সচিব মনোজ আগরওয়াল ও ডিজি রনভির কুমার।

লোকসভা ভোটের আগে

প্রথম পাতার পর

তবে লোকসভা ভোটের আগে তা ইমপ্লিমেন্ট হবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে জোরদার করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাম্প্রতিক তৎপরতা। দিল্লি সূত্রে খবর লোকসভা ভোটের আগেই পাস করা আইনকে রুল প্রস্তুত করে সিএএ লাগু করে দেওয়া হবে। ফলে নড়েচড়ে বসেছে সব মহল। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। আলোচনা শুরু হয়েছে মতুয়া মহলেও। ফের আশা জেগেছে ভোটের আগে তাদের নাগরিকত্বের দাবি পূরণ হলেও হতে পারে। বিরোধীরা অবশ্য একে রাজনৈতিক গিমিক বলেই মনে করছে।

বর্ষীয়ান ব্যবসায়ীর স্মরণসভা

হীরালাল চন্দ্র : গত ১ ডিসেম্বর সকালে পার্ক স্ট্রীটের নাইটেঙ্গল নার্সিং হোমে সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন নিবাসী নিউ ফ্যান্সী ডেকরেটর ও ক্যাটারিং এর মালিক কৃষ্ণ চন্দ্র দাস মাত্র ৭৪ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। জনদরদী এই হৃদয়বান মানুষটির অকাল প্রয়াণে এলাকার প্রতিটি মানুষ শোকস্তব্ধ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন সহধর্মিনী প্রতিমা দাস, কন্যা চন্দনা দাস, জামাতা, নাতনি ও অসংখ্য শুভাকাঙ্খীবৃন্দ। তিনি ছিলেন পরোপকারী, উদারচেতা, শান্ত, নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ। গত ১৩ ডিসেম্বর রামসীতা মন্দিরে তাঁর স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, সমাজকর্মী টুবলু দত্ত, প্রবীর দত্ত, উদয় বসু, গোপাল ভট্টাচার্য, নয়নবাবু প্রমুখ। এলাকার অগণিত ব্যবসায়ীকে তিনি সাহায্য করতেন। তিনি আলিপুর বার্তার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও পরিবারকে জানাই গভীর সমবেদনা।

৬ বছর পর সিআইডির জালে

প্রথম পাতার পর

৪ বছর ধরে তদন্ত চললেও সিআইডি'র প্রথম তদন্তকারী অফিসার কোন কিনারা করতে না পারায়, এ মামলায় নতুন আইও নিযুক্ত হয় ২০২১ এ। সিআইডির নতুন আইও এস আই অসিত ঘোষ, এ এস আই গোপালচন্দ্র নস্করের নেতৃত্বে নতুন একটা টিম তৈরি করে তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন। দুজন আসামিকে কোর্টে তোলা হলে ১২ দিনের পুলিশ হেফাজত দেন। সিআইডি তদন্তভার নেওয়ার পর ২ আসামী মহারাষ্ট্রে পালিয়েছিল। ডেরা বদলানোর পাশাপাশি সাব্বির তার মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করেছিল। পরে ঘনঘন সিম পাল্টায়। তাতেও হাল ছাড়েননি সিআইডি অফিসাররা। পরবর্তীতে তদন্তকারী অফিসারদের কাছে খবর আসে উত্তর ২৪ পরগনায় শ্বশুরবাড়িতে এসেছে সাব্বির। সেখানে গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। অফিসাররা জানতে পারেন, বাড়িতে যোগাযোগ রাখছে সাব্বির। সংগ্রহ করা হয় তার স্ত্রীর মোবাইল নম্বর। তার সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা জানতে পারেন সাব্বির ও তার সঙ্গী দর্জির কাজ নিয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে সাব্বির বাসন্তী আসবে নতুন বছরের গোড়াতে। সেই মতোই সিআইডি অফিসার অসিত ঘোষ, গোপাল চন্দ্র নস্কর, তাঁদের 'টোটাল সিআইডি' র টিম জাল পেতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন।

সম্পত্তির দখল নিয়ে শাসক দলের কোন্দল, চলল গুলি

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি কয়েক রাউন্ড গুলি ও চলে বলে অভিযোগ।ঘটনায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন ছায়মা লস্কর,মর্জিনা লে,সিমিরুন লস্কর'রা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনা প্রসঙ্গে ছায়মা লস্কর জানিয়েছেন, 'তখন আমরা ঘুমচ্ছিলাম। সেই সময় মোক্তার লস্কর ও তার দলবল বাঁশ,খুটি এবং দড়ি নিয়ে এসে আমাদের জায়গা দখল করছিল। আমার শাশুড়ি প্রতিবাদ করতে তাকে বেধড়ক মারধর করে। আমরা উদ্ধার করতে গেলে আমাদেরও মারধর করে। বাড়িতে ছেলেরা কেউ না থাকায় আমাদের মারধর করে কাপড় ছিঁড়ে দেয়।আমরা চিৎকার করে কান্নাকাটি করলে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে আসে। তখন ওরা গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়।'

অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সম্পত্তি নিয়ে সকাল বেলায় দুই পরিবারের মধ্যে বচসা চলছিল।চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল। সেই সময় কয়েক রাউন্ড গুলি চলার আওয়াজ শুনতে পাই। তারপর পুলিশ আসে।' ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা জানিয়েছেন, 'সম্পত্তি নিয়ে একটা পারিবারিক বচসা হয়েছে।সেই ঘটনার সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমানে এলাকায় রয়েছে উত্তেজনা,স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

তদন্তে এসে আক্রান্ত ইডি

প্রথম পাতার পর

রেশন দুর্নীতি কান্ডের সঙ্গে তার যোগ থাকতে পারে সেই সূত্রে অভিযান চালায় ইডি। এই শাজাহান শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি সীমান্ত পার করে রোহিঙ্গা মুসলিমদের এদেশে পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনই আজ ইডির ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ । তবে অনেকেই অবাক হচ্ছেন এর আগেও তো বিভিন্ন তৃণমূলের মন্ত্রী নেতাদের বাড়িতে ইডি অভিযান চালিয়েছে তখন তো এমন কোন প্রাণঘাতী হামলা চালাইনি জনগণ । তাহলে সরবেড়িয়ায় যে হামলা হলো ইডির উপর বা সংবাদমাধ্যমের উপর তার পিছনে কি বড় কোন মাথার নির্দেশ আছে। যদি থাকে তাহলে কি পূর্ণাঙ্গ ঘটনার তদন্ত করবে কেন্দ্রীয় সরকার? উঠছে প্রশ্ন। এখন দেখার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সূত্রের খবর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহার সঙ্গে কথা বলেছেন । তবে এই ঘটনার যদি যথার্থ তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দোষীদের দেয়া না হয় তাহলে আগামী দিনে আরো এই ধরনের সরকারি কাজের ওপরে হামলার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

সূত্রের খবর এই ঘটনার পরই ইডির দপ্তর নড়েচড়ে বসে। দিল্লির দপ্তরেও সমস্ত বিষয় জানানো হয়। দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও ঘটনার ওপর নজর রাখছে। শুক্রবারই কলকাতায় আসতে পারেন দিল্লির ইডি কর্তারা। দুপুরের পর বাসন্তী হাইওয়েতে আরও অনেক বেশি সংখ্যায় সেন্ট্রাল ফোর্সকে আসতে দেখা যায়। দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক জানিয়েছেন ইডির ওপর জনরোষ দিল্লি ভালো চোখে দেখছে না। এবার কেন্দ্র সরকার কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন তদন্তকারী অফিসাররাই যদি হামলার শিকার হন তাহলে তদন্ত এগোবে কি করে? রাজ্যের সাংবিধানিক পরিকাঠামো যে ভেঙে পড়েছে সে ব্যাপারে রাজ্যপাল নীরব কেন? এই ঘটনায় রাজ্যপাল সি ভি চন্দ্র বোস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি রাজভবনে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে। প্রসঙ্গত, রাজ্যবাসী তাঁকিয়ে আছে সরবেড়িয়ার এই জঘন্যতম ঘটনায় ইডি বা কেন্দ্র সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সেন্ট্রাল কমিটি দৃঢ় থাকলেও প্রশাসনের চাপে

প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল্লা লস্করকে বারবার ফোন করেও তার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। অল ইন্ডিয়া এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্বর বোস এ প্রসঙ্গে জানান, উত্তরাখণ্ড ছাড়া ভারতের সর্বত্র রেশন ডিলার ধর্মঘট চলছে। কিন্তু প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে তো রেশন ধর্মঘট উঠে গেছে, তাহলে কীভাবে ধর্মঘট চলছে? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আসলে প্রশাসনের চাপে অনেকেই নতি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাছাড়া তৃণমূলের অনেক নেতারাও চাপ দিচ্ছে সেই ভয়ে রেশন ডিলাররা দোকান খুলছে। খাদ্য দপ্তর মাঠে নেমে পড়ে চাপ দিচ্ছে রেশন ডিলারদের। আসলে একদল পরিশ্রম করবে আর একদল সুবিধাবাদী তারা ঘরে বসে শুধু খাবে, এ জিনিস চলতে পারে না। আগামী ১৬ জানুয়ারি দিল্লিতে আমাদের অভিযান বজায় থাকবে। আমরা যদি ধর্মঘট থেকে সরে আসি তাহলে খাদ্য দপ্তর আমাদেরই দুর্বল ভাববে। আগামী দিনে আমরা আরও সমস্যায় জড়িয়ে পড়বো কেউ সমাধান করতে এগিয়ে আসবে না। তবে রেশন ধর্মঘট উঠে যাওয়ায় সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষরা অনেকেই খুশি হয়েছেন। কিন্তু সমস্যায় জর্জরিত রেশন ডিলাররা সেই বঞ্চনার অন্ধকারে থেকে গেল।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Magistrate, South 24 Parganas
District Planning& Statistics Section
New Administrative Building, 4th floor Alipore,
Kolkata- 27.

Memo No. 677 /Plan/S24P   Date.28/12/2023

ABRIDGED TENDER NOTICE

Rates are being invited from bonafied Agencies for **Documentary film on achievements of Duare Sarkar -VIII of Duration of approx 5 minutes of South 24 Pgs** vide NIT No. 675/Plan/S24P Date- 28/12/2023.The last date of submission of rate is 15.01.2024 by 9.30 a.m.

For details of the above kindly visit: - https://wbtenders.gov.in

29/DICO/S24Pgs, Dt. 03.01.2024

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev)
South 24 Parganas

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

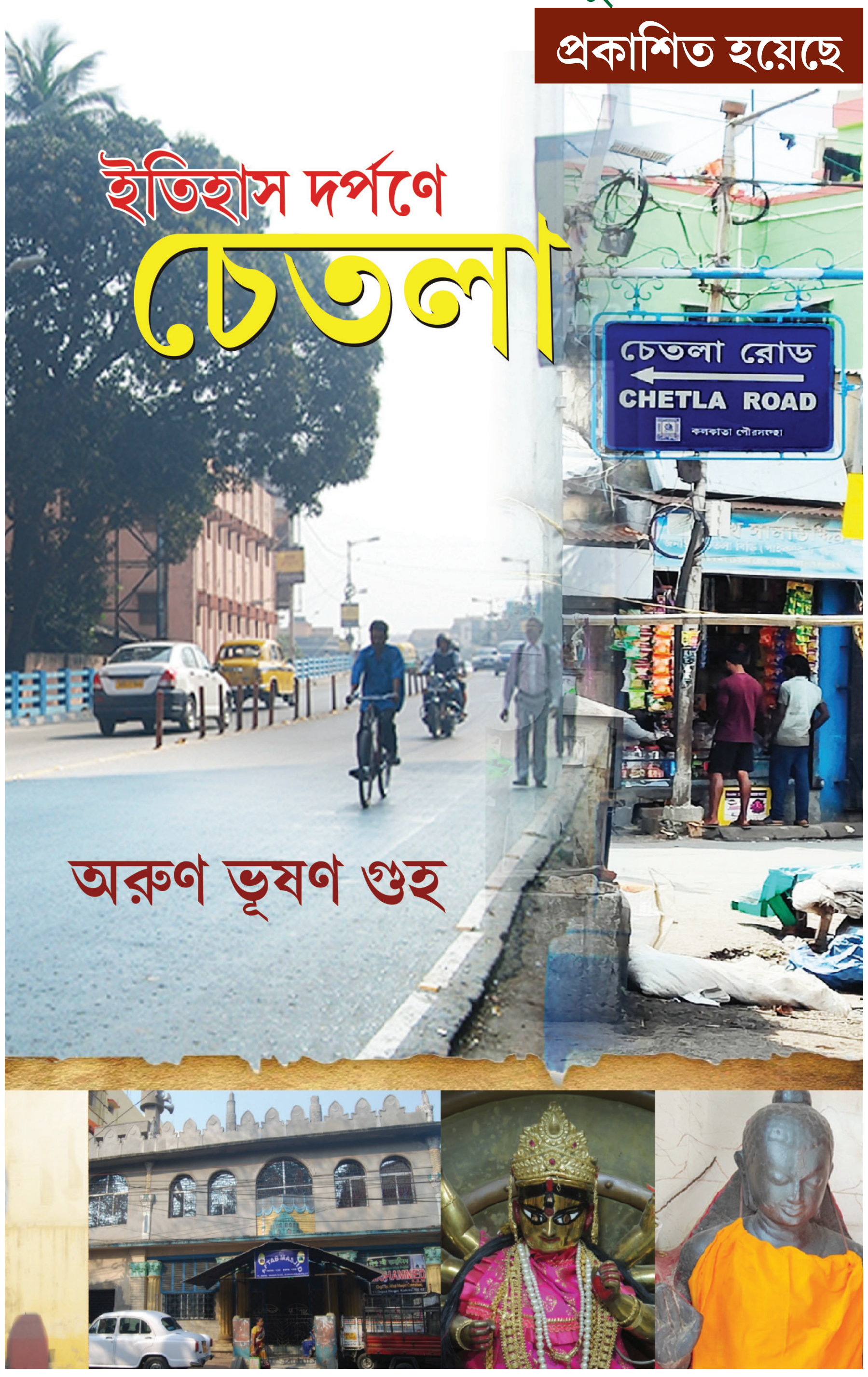

দোকানে ও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

মহানগরে

কলকাতায় পুকুর ভরাট রোধে পুকুরের প্রেমিসেস নম্বর দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকাস্থিত পুকুর বা জলাশয়ের সংখ্যা ও সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেতে কলকাতা পৌরসংস্থা এবার নিজ এলাকার পুকুর বা জলাশয়ের সংখ্যা সহ বিস্তারিত তথ্যসামগ্রী সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিল। পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে পুকুর তথা জলাশয়ের অবৈধ ভরাট রুখতে পৌরসংস্থার এই পদক্ষেপ বলে রাজ্যের পৌর নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় পৌরভবনে ৩০ ডিসেম্বর মহানাগরিক বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকাস্থিত পুকুর তথা জলাশয়ের সংখ্যার তালিকা তৈরির প্রথম পর্যায়ে ১৫ নম্বর বরো এলাকার অন্তর্গত ন'টি ওয়ার্ড (ওয়ার্ড নম্বর ১৩৩ – ১৪১) এলাকার এপর্যন্ত ৪৩২টি পুকুরকে কলকাতা পৌরসংস্থা তালিকাভুক্ত করতে পেরেছে। এবং ওই ৪৩২টি পুকুরের ক্ষেত্রমাণ নির্ধারণ করে সেগুলির 'প্রেমিসেস' নম্বর দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহানাগরিক। এখানে অ্যাড্রেসে 'পি' বর্ণটির অর্থ পন্ড। পর্যায়ক্রমে কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার মোট ১৬টি বরোর অন্তর্গত ১৪৪টি ওয়ার্ডের পুকুর গণনার কাজ করা হবে ও এইসব তালিকাভুক্ত পুকুর বা জলাশয়ের প্রেমিসেস নম্বর পৌরসংস্থার থেকে দেওয়াও হবে। এর ফলে অবৈধভাবে কেউ পুকুর ভরাটের চেষ্টা করলে পৌরসংস্থার তরফ থেকে দ্রুত পুকুরটি চিহ্নিত করে ভরাট বন্ধ করার কাজ সহজ হবে বলে মহানাগরিক জানিয়েছেন। এদিন মহানাগরিক আরও বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে এই সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে না। এজন্য পুকুর বা জলাশয়ের ভরাটের বিরুদ্ধে পরিবেশ সচেতন মানুষদের এগিয়ে আসার তিনি আহবান জানান।

৩০ ডিসেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, গার্ডেনরিচ(ওয়ার্ড নম্বর : ১৩৩, ১৩৪ ও ১৩৫ – এর অর্ধেক), মেটিয়াব্রুজ(ওয়ার্ড নম্বর : ১৩৬ ও ১৩৭), রাজাবাগান(ওয়ার্ড নম্বর : ১৩৮ ও ১৩৯) ও নাদিয়াল(ওয়ার্ড নম্বর : ১৪০ ও ১৪১) এই চার থানা এলাকার মধ্যে পড়া কলকাতা পৌরসংস্থা ১৫ নম্বর বরোর ন'টি ওয়ার্ডে মোট পুকুর বা জলাশয় রয়েছে ৪৩২টি। ১৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে মোট পুকুর রয়েছে আটটি। ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে বর্তমানে পুকুর রয়েছে মাত্র একটি। সেটি রয়েছে ব্যানার্জী বাগান মন্দির গলির পাশে। ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় রয়েছে ১৩টি। ১৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় রয়েছে ২১টি। ১৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় রয়েছে মাত্র তিনটি। হালদার পাড়া মসজিদের নিকটবর্তী একটি, স্থানীয় কারবালা লেনের নিকটবর্তী তাজিয়া তালেব পন্ড আর তৃতীয় জলাশয়টি হল বারিক মোল্লা লেনের নিকটবর্তী। ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় রয়েছে ১৯টি। ১৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় রয়েছে ৮১টি। ১৪০ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় রয়েছে ১৩০টি। এবং গার্ডেনরিচ এলাকার বরো ১৫ তে সবচেয়ে বেশি জলাশয় রয়েছে ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডে মোট জলাশয়ের সংখ্যা ১৫৬টি।

এদিন মহানাগরিক জানান, দীর্ঘ বাম আমলে ১৯৮০ থেকে এই বরোতে কমবেশি সাড়ে ৪০০ পুকুর বোজানো হয়েছে। তবে ওই বোজানো পুকুরের রেকর্ড বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে নেই। তখন তো জিআইএস ম্যাপিংও হত না। কলকাতায় প্রথম লিস্ট অফ পন্ডস্' প্রকাশ হয় সুব্রত মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতার মহানাগরিক ছিলেন(২০০০ – ২০০৫)। তিনি জানান, এই এলাকায় যেভাবে পুকুর বোজানো হচ্ছে, তাতে আগামী দিনে এই গার্ডেনরিচ ও মেটিয়াব্রুজ এলাকাটি একটি গ্যাস চেম্বারে পরিনত হবে। সেজন্য স্থানীয় সাধারণ মানুষকে সজাগ সচেতন হতে হবে। তা না হলে জলাশয় ভরাট হয়ে যাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বুঝতে হবে একটা পুকুর থাকার অর্থ স্থানীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য বজায় থাকা। নিজেদের বুঝতে হবে, আমি একটা সুস্থ সুন্দর পরিবেশে বাস করছি। তিনি বলেন, যতক্ষণ না স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই চেতনা আসবে ততক্ষণ সহস্রবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারা যায় না।

একাধিক বার অসাধু প্রোমোটার–ডেভলপারদের সঙ্গে স্থানীয় চারটি থানার পুলিশের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগ আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জলাশয় ভরাটের অভিযোগ নিয়ে থানায় গেলেও লাভ কিছু হচ্ছে না। এ বিষয়ে মহানাগরিক জানান, পুলিশ যদি অভিযোগ না নেয় স্থানীয় বিধায়কের কাছে বা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৮৩০০ ৩৭৪৯৩ বা শো টু মেয়র' ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১ এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অভিযোগ জানান। আমরা লালবাজার থেকে পুলিশ নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা নেব। আপনারা দু'চার জন গিয়ে ওই সব প্রোমোটারদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারবেন না। আপনারাই মারধর খেয়ে যাবেন। তা–ই টক টু মেয়রে' আমাকে জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কলকাতা পৌরসংস্থার জন্য সারা কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার ১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে এ মুহূর্তে কত জলাশয় আছে এবং জলাশয় গুলির ক্ষেত্রমাণ কত কাঠা বা কত বিঘা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করছে। সে কাজও প্রায় শেষ পর্যায়। তাতে পন্ডের অ্যাসেসি নম্বর থাকবে।

লেন্স বার্তা

বাঘ দর্শন: অগণিত ভাগ্নেদের মোবাইলে ধরা পড়ছেন আলিপুর চিড়িয়াখানার 'বাঘমামা'।

ঘরামির ঘর : আলিপুর পুলিশকোর্ট চত্বরে যেখানে নিত্য আনাগোনা আইএএস,আইপিএস, আইনজীবী ও বিচারপতিদের সেখানেই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের ছবি।

আগুনের গ্রাসে : গত বৃহস্পতিবার ভোররাতে চেতলার লকগেটের কাছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল প্রায় ১০০ বস্তিবাসীর ঘর। **ছবি :** অরুণ লোধ

'কলকাতা আমার ভালোবাসার শহর' লিখলে মিলবে পৌর অর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'আমার ভালোবাসার ওয়ার্ড' লিখলে পৌরসংস্থা কোনও অর্থ দেবে না। লিখতে হবে 'কলকাতা আমার ভালোবাসার শহর' তবেই মিলবে পৌর অর্থ। নিজের ওয়ার্ডের নাম লিখে পৌরপ্রতিনিধিরা যে সমস্ত সাইন বোর্ড লাগাচ্ছেন তার টাকা দেবে না কলকাতা পৌরসংস্থার আলো দফতর। মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র 'কলকাতা আমার ভালোবাসার শহর' – যাঁরা লিখছেন তাঁদেরকেই টাকা দেওয়া হবে। যাঁরা ওয়ার্ডের নম্বর উল্লেখ করে 'আমার ভালোবাসার ওয়ার্ড ১০৮' জাতীয় সাইন বোর্ড লাগাচ্ছেন, তাঁদের টাকা দেওয়া হবে না। কলকাতা পৌর এলাকার উন্নয়নের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা। ব্যক্তিগতভাবে নিজের ওয়ার্ডের প্রচারের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা কোনও টাকা দেবে না। কলকাতার সকলেই নিজের ওয়ার্ডের ঢাক বাজাচ্ছেন না। অনেকেই লিখছেন 'আমার শহর কলকাতা'। এদিকে সাইন বোর্ডের টাকা পেতে হলে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে কলকাতা পৌরসংস্থা আলো দফতরে। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এমনতর সাইন বোর্ডের সমস্ত টাকা দেবে কলকাতা পৌরসংস্থা। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদল হয়।

কলকাতা বরো ১৩ ও ১৪'র আলাদা হেল্‌থ অ্যাডমিস্ট্রেটিভ অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার জোকা এলাকা'কে ২০১১ – র জুলাইয়ে যখন কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন বড়িশা এলাকার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডটি জোকার ১৬ নম্বর বরো'র আওতায় চলে যায়। আর কলকাতা পৌরসংস্থার ১৬ নম্বর বরোর অন্তর্গত সীমানার মধ্যে 'সাউথ সুবার্বান ইউনিটে'র স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অবস্থিত। সেই সূত্রেই ১৬ নম্বর বরোর প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এস. এস. ইউনিটের পক্ষ থেকে হস্তান্তর করা উচিত। ১৬ নম্বর বরোর অধ্যক্ষ ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সুদীপ পোল্লে চাইছেন ওই জায়গায় একটা অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত হেল্‌থ সেন্টার তৈরি করতে। আশা অনেকটা চেতলার 'মেয়রস' ক্লিনিকে'র মতো একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠুক।

এ বিষয়ে ১৩ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রত্না সুর বলেন, সুদীপ পোল্লে যা চাইছেন সেটা আমরাও চাই। ডায়ালিসিসের ব্যবস্থাযুক্ত থাকবে এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তেমন একটা জায়গা আমরা করতে চাই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটা এস. এস. ইউনিটের স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় বেহালা–চৌরাস্তাস্থিত কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। কিন্তু জোকা কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ১৬ নম্বর বরোর অধীন হয়ে গিয়েছে। তা–ই ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ১৬ নম্বর বরোকে হস্তান্তর করা উচিত।

যদি যথাযথ ভাবে জোকার উন্নয়ন ঘটাতে হয়, নাগরিক পরিষেবা উন্নত করতে হয় তাহলে মূল বেহালার দিকে এস. এস. ইউনিটের বরো ১৩ ও বরো ১৪ – র জন্য পৃথক দু'টি বরো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আবার বরো ১৩ – তে একটি অ্যাম্বুলেন্স রাখার কোনও জায়গা নেই। শববাহী গাড়ি রাখার কোনও জায়গা নেই। ফলে গাড়িই নেই।

অথচ বেহালা পূর্ব, পশ্চিম জোকা মিলিয়ে সর্বমোট ২১টি ওয়ার্ড আছে। নাগরিক স্বাস্থ্য পরিষেবা আগে যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। কিন্তু এখন স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। কলকাতার নাগরিকরা এখন সরকারি হাসপাতালের মতো কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এখন প্রতিটি ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে দৈনিক কমবেশি ১০০ রোগী স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করছে। ফলে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে'র ওপর চাপ অনেকটা কমাতে পারা গেছে। বিশেষ করে কোভিড নাইন্টিনের পরে কলকাতা পৌরসংস্থা যে পরিষেবা দিয়েছে তাতে জনগণের মধ্যে আস্থা পৌরসংস্থার এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র গুলির ওপর বেড়েছে। এ বিষয়ে রত্না সুরের বক্তব্য, এস. এস. ইউনিটের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটা আরও উন্নত করার প্রয়োজন এসেছে। এটিকে আরও সুবিধাযুক্ত করা উচিত। আরও আধুনিকীকরণ দরকার। বরো ১৩ তে এখনও সরকারি জমি আছে, যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। নাগরিক স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের স্বার্থে পৌরসম্পত্তি বা রাজ্য সরকারি জমি ব্যবহার করে দীর্ঘদিনের চাহিদা অবিলম্বে পূরণের জন্য প্রস্তাব রাখছি বলে বরো – ১৩ – র অধ্যক্ষা জানান। এই জমিগুলি এখনই স্থানীয় বি এল অ্যান্ড এল আর ও – কে দিয়ে চিহ্নিত করে যদি বরো – ১৩ – তে একটি এবং বরো – ১৪ – তে একটি আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা যায় এবং বরো – ১৬ – কে যদি চৌরাস্তাস্থিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ছেড়ে দিতে পারি, তাহলে আমার মনে হয়, তিনটি বরোর নাগরিকরা পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা যথাযথ ভাবে পাবেন এবং নাগরিক পরিষেবা আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো।

এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মেয়র পারিষদ উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, বরো – ১৩ এবং বরো – ১৪ তে বিকল্প আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি না হওয়ায় চৌরাস্তাস্থিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ১৬ নম্বর বরোতে হস্তান্তর করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

এটা অত্যন্ত যথাযথ প্রস্তাব। আর বর্তমানে পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবাটা এতো বৃহৎ আকার ধারণ করেছে যে সেজন্য বরো হেল্‌থ অফিসে'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই হেল্‌থ অফিসটি যদি পূর্ণাঙ্গ না হয়, তাহলে সেই বরোর অন্তর্গত স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সেইজন্যই এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করেই বলছি, এ বিষয়ে মহানাগরিকের সঙ্গেও দীর্ঘ কথাবার্তায় বুঝেছি, তিনিও একমত। যাতে নিজস্ব হেল্‌থ অ্যাডমিস্ট্রেটিভ অফিস থাকে। যদি সরকারি জমি ১৩ ও ১৪ বরোতে পাওয়া যায়, তাহলে মেয়রস্ ক্লিনিকের মতো অফিস গড়ে তোলা যায়। কলকাতা পৌরসংস্থার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারদের কমিটির সম্মতি ও নির্দেশনানুযায়ী তা বাস্তবায়িত করা যেতে পারে।

জানা–অজানা সফরে

কালের গ্রাসে শতবর্ষে চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে'র বিশ্বাস ভিলা

মলয় সুর

ব্যান্ডেল–কাটোয়া লাইনে সোমড়া–বাজার স্টেশন থেকে দশ মিনিট হাঁটা পথে গেলেই ওই রাস্তায় বিরাট বাড়িটি চোখে পড়বে। কালের ভয়াবহ ক্ষয়ের চিহ্ন বাড়িটির গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভগ্নস্তূপ দেখে বোঝা কঠিন এই বাড়িটিই আকালের সন্ধানে সিনেমার সেই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। সেটা সিনেমায় কোনও বানানো সেট ছিল না। পুরো বাড়িটিতেই হয়েছিল শুটিং। ৫০ বছরে এককালের নয়নাভিরাম বিশ্বাস ভিলা বা রাধাকুঞ্জ পুরো বাড়িটির জুড়ে ক্ষয়ের অভিশাপ সামনে প্রশস্ত চাতাল, সিংহদুয়ার সবকালের গর্ভে চলে গিয়েছে। নোনাধরা খিলানগুলো কেবলই অতীতকে মনে করিয়ে দেয়। প্রায় জনশূন্য প্রাসাদের দেববিগ্রহ মন্দিরটিও খাঁখাঁ করছে। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালকের জন্মশতবর্ষে মৃণাল সেন এই বাড়িটিতে ১৯৮০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তাঁর ছবি 'আকালের সন্ধানে' শুটিং করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন স্মিতা পাতিল, শ্রীলা মজুমদার, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে সহ বাকি কলাকুশলীরাও। আজ সব স্মৃতি হয়ে রয়েছে। বলাগড় ব্লকের সোমড়াবাজার সুখাড়িয়া গ্রামের বাড়িটি। শুধু যে শুটিং হয়েছিল তা নয় দীর্ঘ সময় বাড়িটিতে বাস করেছিলেন মৃনালবাবু। সুখড়িয়া গ্রামে মিত্র মুস্তাফীদের বসবাস শুরু হয় অষ্টাদশ শতকে। প্রথমে অনন্তরাম মিত্র মুস্তাফী আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের কাশীগতি মুস্তাফী সবসময়ের প্রখ্যাত লেখক ছিলেন। মুস্তাফীদের গৃহবধূ নগেন্দ্র বালা দেবী সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। এই বাড়িরই দৌহিত্র ভূজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস অপুত্রক রাধাজীবন মুস্তাফীর সম্পত্তি পান। রানাঘাট থেকে সুখড়িয়ায় থাকতে শুরু করেন। তিনি একাধারে গল্পকার, সঙ্গীতকার, নাট্যকার ছিলেন। ১৯৮০ সালে রাধাকুঞ্জ প্রাসাদটি ঝলমলে ছিল। অবশ্য তখনও কিছু ফাটল ছিল। কিন্তু এখানকার মতো ভগ্নস্তূপ হয়ে যায়নি। সরকারকে দিয়ে সংরক্ষণ করানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বানির মালিকদের শরিকি জটিলতায় কিছুই হয়ে ওঠেনি। এই বিশ্বাস বাড়িকে জড়িয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের আরও এক ভুবন। সুখড়িয়ায় মিত্র মুস্তাফি বংশের গৃহবধূ কৃষ্ণকামিনী মিত্র মুস্তাফি প্রথম বাঙালি মহিলা যাঁর কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত সেই গ্রন্থের নাম চিত্ত বিলাসিনী। এই বাড়ির গৃহবধূ ছিলেন কবি নগন্দ্রে বালা সরস্বতী। এই বাড়িটি মিত্র মুস্তাফি ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্থাপন করেন। দিল্লির মোঘল আমলের সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁদের মুস্তাফি উপাধি দেন। পরবর্তী সময়ে রাধাকুঞ্জের মালিকানা যায় মিত্রমুস্তাফিদের মেয়ের বংশের নাতিদের কাছে। তাঁরা ছিলেন বিশ্বাস। বাড়ির এমন বর্ণময় ইতিহাসের অবক্ষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হুগলির ইতিহাস গবেষক ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কখনও কখনও সাহিত্যের অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কখনও কখনও সিনেমা বাস্তব হয়ে ওঠে। মৃণালবাবু আকালের সন্ধানে সিনেমা এই গ্রামকে সকলের কাছে পরিচিত করেছেন।

এই মিত্র মুস্তাফিদের বংশের প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু অপূর্ব দ্রষ্টব্য মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন বিরাট অট্টালিকার কাছেই 'আনন্দময়ী মন্দির'। এটি স্থাপিত ১১৭০ খ্রীস্টাব্দে। বীরেশ্বর মিত্র মুস্তাফি প্রতিষ্ঠা করেন। টেরাকোটা মন্দিরটির ২৭টি চূড়া বিশিষ্ট ও ১২টি শিবলিঙ্গ রয়েছে। মাঘ মাসের সরস্বতী পুজোর সপ্তমীর দিন এখানে বিরাট মেলা বসে। তখন ভক্তবৃন্দদের বসিয়ে ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। গঙ্গা দিয়ে রাণী রাসমণি যাওয়ার সময় এই মন্দির দর্শন করে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখানেই সবুজদ্বীপ রয়েছে। যা শীতের মিঠে রোদ গায়ে লাগিয়ে এখানে ঘুরে আসুন। এছাড়া পিকনিক করার ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা রয়েছে।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে কাটোয়া লোকালে বা ব্যান্ডেল থেকে ট্রেনে সোমড়া বাজার স্টেশন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বা টোটোয় মাত্র ১০ টাকায় সব দর্শনীয় স্থান ঘুরে একদিনেই ফিরে আসতে পারবেন। আর এখানেই আছে সেন বংশের রাজবাড়ি। যা দুর্গাপুজোয় এখানে বিভিন্ন জায়গায় লোকেদের ভিড় দেখা যায়।

এবার ময়ূরই চেনাচ্ছে আউশগ্রাম জঙ্গলমহলকে

দেবাশিস রায়

জাতীয় পাখি ময়ূরই এবার আউশগ্রাম জঙ্গলমহলকে কার্যত চেনাচ্ছে। একটা দু'টো নয়, রীতিমতো ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূরের বিচরণ।এই ময়ূরের কারণেই এখন আউশগ্রাম জঙ্গলমহলের হেদগোড়িয়া, জালিকান্দর, আদুরিয়া, শালপো, মৌকোটা প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রকৃতিপ্রেমীদের আসরে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। এককথায়, প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে নয়া ডেস্টিনেশন হল এই জঙ্গলমহল। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী আউশগ্রাম থানা এলাকায় প্রায় তিন কিলোমিটার বিস্তৃত জঙ্গলমহলের সুপরিবেশে ময়ূরের বংশ বৃদ্ধি ঘটেই চলেছে। বছরের পর বছর ধরে এভাবে ময়ূরের বংশ বিস্তারে বন দপ্তরের পাশাপাশি এলাকাবাসীও যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত। এই মুহূর্তে সেখানে ময়ূরের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও তবে সেটা যে শতাধিক তা নিয়ে এলাকাবাসী একপ্রকার নিশ্চিত।সবদিক থেকে এই ময়ূরগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব একপ্রকার কাঁধে তুলে নিয়েছেন জঙ্গলমহল এলাকার সুব্রত মণ্ডল, ভব ঘোষ, উজ্জ্বল মণ্ডল, মিলন শেখ প্রমুখ বাসিন্দারা। এবিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন প্রয়োজনে বন দপ্তরের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এমনতর নিরাপদ পরিবেশ পেয়ে ময়ূরগুলিও যেন বন্ধু ভেবে মানুষের অনেক কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। তাই কারও বাড়ির উঠানে তো কারও ঘরের চালে ময়ূরের অবাধ বিচরণ চোখে পড়ে। এছাড়া দিনের বিভিন্ন সময়ে স্বচ্ছন্দে মাঠে–ঘাটে, খেতখামারে এদের খুঁটে খুটে খাবার খেতে দেখা যায়। তবে, একটা সময় এই জঙ্গলমহলে এমন সুপরিবেশ ছিল না। সেখানে জীবজন্তুদের অবাধে চলাফেরায় নিরাপত্তার যথেষ্টই অভাব ছিল। ফাল্গুন–চৈত্র মাস থেকে শুরু করে গ্রীষ্মকাল ভর বিভিন্ন কারণে জঙ্গলে আগুন লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এসব কারণে প্রাকৃতিক তথা বনজ সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তবে, এইসব ক্ষতির কবল থেকে আউশগ্রামের জঙ্গলমহল এখন অনেকটাই সুরক্ষিত বলে এলাকার বাসিন্দাদের জোরালো দাবি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আউশগ্রামের হেদগোড়িয়া (হেদগড়া), জালিকান্দর, আদুরিয়া, শালপো, মৌকোটা প্রভৃতি গ্রামগুলির প্রায় কোল ঘেঁষে বিস্তৃত সুবিশাল জঙ্গল। বিভিন্ন ধরনের গাছপালায় ভরা সেই জঙ্গলের আনাচকানাচে হরেকপ্রকারের জীবজন্তু আর পাখির বসবাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় বন দপ্তর এই জঙ্গলমহলে পরীক্ষামূলকভাবে ময়ূরের বংশ বিস্তারের জন্য উদ্যোগ নিয়ে সফলও হয়েছিল।তারপর এলাকাবাসীর সহযোগিতায় এখানে ময়ূরের বসবাসের নিরাপদ পরিবেশও ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠতে থাকে। এখন জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশে ময়ূরী স্বচ্ছন্দে ডিম পেড়ে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতেও সক্ষম হয়েছে। সময়ে সময়ে জঙ্গলে লেগে যাওয়া আগুনের উত্তাপ, চোরাশিকারীর দৌরাত্ম্য সহ বিভিন্ন কারণে ময়ূরীর ডিম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা এখন অনেকটাই কম। তার ওপর জীবজন্তুদের জন্য এলাকায় নিরাপদ জলপানের একাধিক ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানকার হেদগড়া বাঁধটি (বিশালাকার জলাশয়) এলাকাবাসীর কাছে জলের অন্যতম প্রধান উৎস বলা যায়। প্রখর খরায় এই বাঁধের জলের ওপর এলাকার মানুষজন যেমন অনেকাংশে নির্ভরশীল। পাশাপাশি জঙ্গলের একাংশের জীবজন্তুদেরও পিপাসা মেটায় এই জলাশয়। ময়ূরগুলিও অনেক সময় এই বাঁধের জল পান করতে আসে। এই যথাযথ পরিবেশই জঙ্গলমহলের জীবজন্তুদের বংশ বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। একই কারণে ময়ূরেরও উত্তরোত্তর বংশ বৃদ্ধি ঘটে চলেছে।

বীরভূম জেলার ইলামবাজার সন্নিকটস্থ হেদগোড়িয়া গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান সুব্রত মণ্ডল পেশায় ফটোগ্রাফার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হলেও আদতে একজন প্রকৃতিপ্রেমী। তিনি বুধবার সকালে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে সগর্বে নিজের এলাকা প্রসঙ্গে জানানোর সময় বলেন, এই এলাকায় বছর কয়েক ধরে ময়ূরের সংখ্যা বেড়েছে। এতে আমাদের নানা অসুবিধা হচ্ছে, ফসল নষ্ট হচ্ছে ঠিকই। তবে, এই ময়ূরের জন্যই কিন্তু আমাদের গ্রামকে সবাই চিনছে এটাই বিশাল ব্যাপার। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জঙ্গলমহলের সুরক্ষায় বন দপ্তর খুব ভালো কাজ করছে। তাদের সঙ্গে এলাকার অসংখ্য মানুষ নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকে।যে কারণে ময়ূরগুলো এখন মানুষের কাছে নির্ভয়ে ঘেঁষতে পারে। এই ময়ূর নিয়েই এখন আউশগ্রাম জঙ্গলমহলবাসী রীতিমতো গর্বিত।

মাঙ্গলিকী

পাহাড় মানে কি?

প্রযোজনা – বছর কুড়ি পরে
রচনা ও নির্দেশনা – পৃথুনন্দন ঘোষ

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

বিগত ২৮ ডিসেম্বর '২৩ তপন থিয়েটারে মঞ্চায়িত হল নাটক 'পাহাড় মানে কি?' প্রযোজনা বছর কুড়ি পরে। নির্দেশনায় পৃথুনন্দন ঘোষ। সিয়াচেন এ পোস্টিং কমান্ডো ট্রেনিং সেন্টার। হনুমান থাপার এক রোমহর্ষক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত নাটক।

অনুসন্ধানমূলক একটি রচনা যেন পাহাড়ের অন্বেষণ। শুরুতে নাট্যকারের নির্মিত ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়ে মুখবন্ধটি প্রকাশ করছি। পাহাড় মানে কি? একটি সহজপ্রশ্ন। এক সাধারণ জিজ্ঞাসা, যার অঙ্কুর সৃষ্টি হয় শিশুমনে, এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে তা মুখরিত হয় বিভিন্ন আঙ্গিকেও জীবনের নানা পরিসরে।

সৃজনশীল বতনা আন্দোলিত হয় কখনও মননে, গানে কিংবা কবিতায় একটা বাঁধনহীন সঙ্গীতের মাতাল মূর্ছনায় আমাদের চারপাশকে মুহূর্তে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারপর যখন আসে সেই কালবেলা, তখন কল্পনার কোমল স্তর পেরিয়ে যখন সে রূঢ়তম বাস্তবের মুখোমুখি হয় বিপন্নতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাওয়াএক হাড় হিম করা উচাটন দোলাচলের আবর্তে পাক খেতে খেতে এক অনন্য জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে ওঠে। তার সন্ধান পেতে গেলে এই নাটকটি একবার দেখতে হবেই। সবসময় হয়তো দুইয়ে দুইয়ে চার হয়ে মিলবে না, কিন্তু জীবনের মধুর ছন্দে তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নাটকটির কাহিনীটি বেশ চেনা চেনা, তবু নাট্যকারের কলমের দক্ষতায় তিনি কাহিনীর পটভূমিকায় সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে এবং সংলাপ কে যে কী ভীষণ যত্নে বুনেছেন তা এক কমান্ডো কথায় অনবদ্য। চরিত্রের মুখনিঃসৃত এক একটি সংলাপ যেন মুক্তার ন্যায় দ্যুতি ছাড়িয়েছে। কমান্ডো জীবনের বাস্তব ঘটনাক্রম দেখতে দেখতে মনের মধ্যে একটা হাড়হিম করা ভয় শঙ্কার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, তবুও যা দেখছি তাতে মনের ভিতর থেকে একটা শব্দই ভেসে আসছিল আহা! বেশ বেশ।

কাকে ছেড়ে কার কথা বলবো– ব্রিগেডিয়ার চোপড়া লেফটেন্যান্ট আসিফ, কর্নেল দত্ত, কর্নেল মিত্র, কোচ প্রবীর দত্ত, আমন্ত্রিত কোচ পৃথুনন্দন ঘোষ, রঞ্জন, রঞ্জনের বান্ধবী 'অমৃতা, কিংবা গোয়ানিজ ভিনসেন্ট কোলাসো, কৃষ্ণেন্দু কিংবা রঞ্জনের মা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, প্রবাল, প্রদীপ এবং পাঞ্জাবী ছেলের চরিত্রে শিল্পীদের কাজ মনে গেঁথে রাখার মতন। অমৃতা মুখোপাধ্যায় তো মঞ্চের এপাশ ও পাশ একেবারে দাপিয়ে বেড়ালো। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় একেবারে ট্রাডিশনাল বাঙালি মায়ের চরিত্রে অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছেন। কৃষ্ণেন্দু এবং পৃথুনন্দনকে মঞ্চে দেখে বড় ভালো লাগল। অমৃতার আগের নাটকের কুসুম চরিত্রের একেবারে রিভার্স চরিত্রে ওর সাবলীল পদচারণা শিল্পী হিসাবে ওকে প্রতিষ্ঠা দেবে। এবং এটাই শিল্পীর কমিটমেন্ট। অদম্য মনের জোর, আত্মবিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রম, নাটকের প্রতি দায়বদ্ধতা, ভালোবাসা, এবং সর্বোপরি নাট্যগুরুর আদেশে একের পর এক প্রতিবন্ধকতা জয় করে নিজেকে প্রকৃতশিল্পীতে পরিণত করে তোলা একজন শিল্পীর জীবন বেদ। পরিশেষে বলতে চাই এই নাটকের কলাকুশলী অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নেপথ্যে শিল্পীদের নাম না করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। অভিনয়ে ছিলেন – অমৃতা মুখোপাধ্যায়, অরিত্র দে, প্রবীর দত্ত, শুভেন্দু দে, কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অরিজিৎ চক্রবর্তী, অভীক দাস, অভিষেক ঘোষ রায়, শশাঙ্ক মিশ্র, দীপ্যমান চট্টোপাধ্যায় শুভেচ্ছা ভট্টাচার্য, তমাল সরকার ও আনন্দ মিত্র। আলো বাদল দাস, রূপসজ্জা মহঃ বাবু, আবহ যন্ত্রানুষঙ্গ কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রক্ষেপণ সুমন দলুই। বিন্যাস তমাল সরকার, দৃশ্যানুষঙ্গ নির্মাণ ও সঞ্চালনা স্টার লাইট স্টুডিও। স্থিতধীরায়, বাদল সাহু, কাকলি চক্রবর্তী, পিয়ালী চট্টোপাধ্যায়, সীমা ঘোষ, রূপা ঘোষ ও অমিতা সরকার প্রমুখেরা।

উপসংহারে একটা কথা না বলে পারছি না। বছর কুড়ি পরে নাট্যদল প্রতিবছর একটি একটি করে নাটক প্রযোজনা করে আসছে লক্ষ করে আসছি প্রতিটি নাটকই মননশীলতার দিক দিয়ে ভীষণভাবে ভাবায়। পৃথুনন্দনের টোটাল টিম ওয়ার্কটা বেশ ভালো এ যুত সই। বিশেষ করে কৃষ্ণেন্দুর সক্রিয় সহযোগিতা দলটাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

কাহিনীর পটভূমি এবং সংলাপ এই নাটকের ইউ.এস.পি। পৃথুনন্দনের নির্দেশনা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি হয়ে গেছে যাদের হাতে ব্যাটনটা তুলে দেওয়া যায় অনায়াসে। কারণ এদের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে ভাবীকুলের শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ কিংবা কেয়া চক্রবর্তী, তৃপ্তি মিত্র, মায়া ঘোষ, এবং ঊষা গাঙ্গুলীরা। তবে পৃথুনন্দন আমার কাছ থেকে আরও একটি উষ্ণ অভিনন্দন পাবে, কারণ এবারে ও অমৃতাকে কুসুম এর মতো ট্রাজেডি কুইন করে গড়ে তোলেনি। ওদের চলার পথ কুসুমস্তীর্ণ হোক। নাটক এগিয়ে চলুক তার নিজস্ব গতিতে আমার ভূমিকাটা শুধুই কাটবিড়ালির।

লিটল হার্ট আকাদেমি স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ''ছোটো ছোটো
হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলিকৌতুকেতে দুলি
দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারি ধারে।

শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে এমন কথা বলে গেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি নাচে-গানে, কথায়-কবিতায়, আনন্দে-উৎসবে শিশুশিক্ষার কথা বলে গেছেন তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে। আর সেই ধারাকে সামনে রেখেই লিটল হার্ট একাডেমি স্কুলের ১৬ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হল বাটা স্পোর্টস ক্লাব হলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী পুষ্পক মুখার্জী, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সর্বানী চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড: মৃণাল মুখার্জী, মহেশতলা পৌরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুকান্ত বেরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গরা।

ছোট ছোট স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিল স্কুলের শিক্ষিকার সঙ্গে স্কুলেরই এক ছাত্রী অবন্তিকা। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিল ছোটদের ওয়েলকাম নৃত্য, তাদেরই অভিনীত নাটক 'অবাক জলপান', স্কুলের শিক্ষিকাদের গান এবং পরে পড়ুয়াদের নৃত্য পরিবেশন যা সকলের মন জয় করেছে। প্লে ক্লাস থেকে শুরু করে বড়ো এবং সঙ্গে স্কুলের শিক্ষিকাদের অনুষ্ঠান সকলের মন জয় করেছে। এককথায় বৃহস্পতিবারের এই অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখলেন জীবন বৃক্ষের ক্ষুদ্র কিশলয়রা। তাদের নাচ, গান, নাটক এদিন উপস্থিত সবার মনে এনে দিয়েছে নির্মল সমীরণের হিমেল শৈশবের এক টাটকা আবেগ। ঠিক যেন কয়েকশো কিলোমিটার দূরেই গড়ে উঠলো এক অন্য 'শান্তিনিকেতন'।

বঙ্গীয় শিশু বিকাশ সংগঠনের ২৪তম শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল বঙ্গীয় শিশু বিকাশ সংগঠনের ২৪তম শিবির। কুলপি ব্লকের কেওড়াতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত কেওড়াতলা শরৎ চন্দ্র কামার মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সংগঠনের সভাপতি অরূপ হালদার বলেন, এই ৬ দিনের শিবিরে প্রশিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী মিলে প্রায় ৫০০ জন অংশগ্রহণ করেছে। খো- থেকে আমতলা অন্বেষণের পক্ষ থেকে কীভাবে পাহাড় দড়ি ধরে উঠতে হয় এবং দড়ির সাহায্যে নদী পারাপার করা হয় তার একটা ডেমোনেসট্রশান দেখানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করে। আমতলা অন্বেষণের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিল সম্পাদক সমর জানা, অমিত পাল, পীযুষ পাল, সুব্রত বারিক। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পীযুষ হালদার ঐকান্তিক

খো- ভলিবল, কবাডি, ব্রতচারী, লাঠিখেলা, লোকনৃত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের। গত ২৮ ডিসেম্বর দুপুর ২ থেকে ৩টে অবধি ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ার উপযোগিতা এবং বই কেন পড়ব এবং বইয়ের যত্ন কেমন করে নিতে হয় সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী। বেলা ৩টে চেষ্টার ফসল স্বরূপ এই শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছোটোশিশু এবং স্ত্রীকে নিয়ে স্কুলে তিনি সংসার পেতেছেন। তাছাড়া সহ শিক্ষকরাও সমান সহযোগির ভূমিকা পালন করেছেন। গত ২৮ ডিসেম্বর বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আগামী সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিক নিশিকান্ত সামন্ত এবং আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী।

চুঁচুড়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রক্ত সঙ্কট দূর করতে গত রবিবার সকালে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে হুগলির চুঁচুড়া পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস। কাউন্সিলার দিব্যেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে রাজমহল লজে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সপ্তগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত। ৭ জন মহিলা সহ ৪০ জন রক্ত দান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক। রক্তদাতাদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অমিত রায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলার জয়িতা অধিকারী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখার্জী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অনন্ত কুমার ব্যানার্জী প্রমুখরা। এদিন বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মদিন এবং বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রতিবন্ধী যুবক উৎসব ভড় প্রয়াত কিশোর কুমারের কয়েকটি গান পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন কাড়েন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন প্রণব মল্লিক (পল্টু)।

বর্ষবরণ উৎসবে মাতল দাঁইহাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : নানাবিধ অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ উৎসবে মাতল দাঁইহাট শহর। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী প্রাচীন শহর দাঁইহাটের পাতাইহাটে দু'দিন ব্যাপী বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করেছিল সেবা সংঘ। অর্ধ শতাধিক বছরের পুরনো সেবা সংঘ আয়োজিত এই উৎসবের বর্ণাঢ্য সূচনা হয় ৩০ ডিসেম্বর। মশাল দৌড়, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, শীতবস্ত্র বিতরণ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, গুণীজন সংবর্ধনা, পুতুল নাটক, লোকসঙ্গীত, নৃত্য, আতশবাজির প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠান আয়োজনে জমজমাট হয়ে উঠেছিল পাতাইহাট এলাকা। প্রতি বছরের মতো এবারও আয়োজিত বর্ণাঢ্য এই উৎসবের আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল কয়েক হাজার দর্শনার্থী। রীতি অনুযায়ী পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে ঠিক রাত বারোটায় সঙ্গীতের তালে তালে এবং আতশবাজির আলোর ঝরনায় ২০২৪ সালকে বরণ করে নেন সেবা সংঘের সদস্যদের পাশাপাশি শতাধিক বাসিন্দা। এই বর্ণাঢ্য উৎসবের জন্য সারাটা বছর মুখিয়ে থাকে দাঁইহাটবাসী। অন্যদিকে, কাটোয়া শহরে কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন ময়দানে গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা সবলা মেলা। সাতদিন ব্যাপী জমজমাট এই মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, কাটোয়া মহকুমা শাসক অর্চনা পি ওয়াংখেড়ে প্রমুখ। এবারে তৃতীয় বর্ষের এই মেলায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মোট ৮৪টি স্টল ছিল। স্টলে বিকিকিনির ভিড় ছিল যথেষ্টই। সবলা মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিটি সন্ধ্যায় জনপ্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৩০ ডিসেম্বর রাতে এই মেলা থেকেও আতশবাজি ফাটিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়।

জিৎ ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে শিশু ও বৃদ্ধাদের নিয়ে চড়ুইভাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : টলি ইন্ড্রাস্ট্রির অন্যতম নায়ক জিৎ। তাকে ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে জিৎ ফ্যান ক্লাব। এই ফ্যান ক্লাবের বালি শাখা দক্ষিণ বারাসতে জন্মভূমি বৃদ্ধাবাসে গত ৩১ ডিসেম্বর প্রায় ৫০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং ৩০ জন ছোট ছোট অনাথ শিশুদের নিয়ে চড়ুইভাতির মধ্য দিয়ে বছরের শেষ দিনটা কাটাল। প্রথমেই কেক কেটে শুরু হয় অনুষ্ঠান। শিশুদের খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের চাল, ডাল, তেল, ওষুধ এবং আরও জিনিসপত্র তুলে দেয় সদস্যরা। এছাড়াও ছিল একদিনের হুল্লোড় যেখানে ছোট বড় সকলেই বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ক্লাবের সম্পাদক সত্যরাম দাস বলেন, বছরের শেষ দিনটা আমরা সকল সদস্য-সদস্যারা মিলে বৃদ্ধাবাস এবং অনাথ শিশুদের নিয়ে কাটালাম প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন অভিনেতা জিৎ।

কল্পতরু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া রামরাজাতলা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে গত ৩১ ডিসেম্বর বর্ষশেষের বিদায়ী দিনে রবিবার 'বাণী নিকেতন' লাইব্রেরি হলে 'স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরদিন ১ জানুয়ারি সোমবার পরমারাধ্য যুগাবতার শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলা সাধনার আরাধনায় 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার সকাল ৯ টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের পূজারম্ভ এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ভক্তবৃন্দ। ভোগারতি, ভোগ বিতরণ চলে ৩টে পর্যন্ত। এরপর ভক্তিগীতি এবং বাউল গান পরিবেশিত হয়। ৫টা হইতে ৫-৩০ পুরস্কার বিতরণ, কম্বল বিতরণ, শ্রীশ্রী ঠাকুর ও শ্রী মায়ের জীবনবাণী পাঠ ও নাটক 'নটী বিনোদিনী' পরিবেশিত হয়। অভিনয়ে রামরাজা তলা ব্যবসায়ী সমিতির সভ্যবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধক ছিলেন কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সর্ববিদ্যানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি ছিলেন হাওড়া পৌর নিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী।

রাখালচন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশনের পুনর্মিলন উৎসব পালন

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া : গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশনে। বর্তমান ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা ও সকল প্রাক্তনদের নিয়ে শুরু হয় পুনর্মিলন উৎসব। সঙ্গে ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীত ও প্রতিযোগিতা। এছাড়াও ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির,স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মরনোত্তর দেহদান ও চক্ষু দান, বিজ্ঞান প্রর্দশনী, চিত্র ও কলা প্রর্দশনী,মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা – ২০২৪

পরিচালনায় মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

২০শে জানুয়ারী ২০২৪, শনিবার ঃ

প্রতিযোগিতার স্থান ঃ সামালি মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

সকাল ১১টায় ঃ **একক রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা**
ক বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৫ বৎসর পর্যন্ত
প্রকৃতি পর্যায়-এর যে কোন গান।

দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ **একক রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা**
খ বিভাগ ঃ ১৫ বৎসর উর্দ্ধে ২৫ বৎসর পর্যন্ত
প্রেম পর্যায়-এর যে কোন গান।

দুপুর ২টায় ঃ **একক আধুনিক রুচিসম্মত বাংলা গান প্রতিযোগিতা** (১৫ বৎসর উর্দ্ধে ২৫ বৎসর পর্যন্ত)

২১শে জানুয়ারী ২০২৪, রবিবার ঃ

সকাল ১১টায় ঃ **আবৃত্তি প্রতিযোগিতা,**
ক - বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৫ বৎসর পর্যন্ত
সুবোধ সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার-এর যে কোন কবিতা
সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৪ মিঃ

দুপুর ১২ টায় ঃ **আবৃত্তি প্রতিযোগিতা,**
খ - বিভাগ ঃ ১৫ বৎসর উর্দ্ধে ২৫ বৎসর পর্যন্ত
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী-এর যে কোন কবিতা
সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৫ মিঃ

দুপুর ১টায় ঃ **তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা**
(১৫ বৎসর উর্দ্ধে ২৫ বৎসর পর্যন্ত) সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৫ মিঃ
বিষয় ঃ প্রতিযোগিতার দিন লটারীর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।

দুপুর ২-৩০টায় ঃ **একক সৃজনশীল নৃত্য,**
ক - বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৫ বৎসর পর্যন্ত

দুপুর ৩-৩০টায় ঃ **একক সৃজনশীল নৃত্য,**
খ - বিভাগ ঃ (১৫ বৎসর উর্দ্ধে ২৫ বৎসর পর্যন্ত)

২৩শে জানুয়ারী ২০২৪, মঙ্গলবার ঃ

প্রতিযোগিতার স্থান ঃ সামালি মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

সকাল ১০-৩০টায় ঃ **অঙ্কন প্রতিযোগিতা,**
(কাগজ সরবরাহ করা হবে)

'ক' বিভাগ - ৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), 'খ' বিভাগ - ৭ বৎসর উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), 'গ' বিভাগ - ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), 'ঘ' বিভাগ - ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত (প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে)।

-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148 / 8013523095
স্বপনকুমার মান্না, উমেদপুর, বজবজ - ২ ঃ 8240333544
রশ্মি বালা, সরশুনা, বেহালা ঃ 8777757597
দেবাশীষ ঘোষ, বজবজ ঃ 9123767097
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট ঃ 6291783722
সুভাশীষ চক্রবর্তী, বাওয়ালী ঃ 8777796002
সোমনাথ সিংহ রায়, মহেশতলা ঃ 9051199169
সুপর্না চক্রবর্তী, বজবজ ঃ 8777767891

আজও উপেক্ষিত শিবায়ন কাব্য প্রণেতা কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি :অসীম কুমার মিত্র : কাব্যে উপেক্ষিত নায়ক-নায়িকার মত, কাব্যের স্রস্টারাও অনেক সময় জনমানসে উপেক্ষার অন্তরালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। তাঁদের রচনায় মহাকাব্যিক চেতনার স্বাক্ষর থাকলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে তাদের ভাগ্যে জোটে বিস্মৃতি আর অবহেলা। সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় তাঁদের খোঁজ মিললেও মানুষের চিন্তা ও মননে তাঁদের কোন ছায়াপাত চোখে পড়ে না।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিশাল পটভূমিকায় সবচেয়ে মননশীল ও আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন কবি হয়েও শিবায়ণের কবি কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় আজ প্রায় বিস্মৃত অতীতের ধূসর ছায়ামাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অপরিচিত না হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজ অজানা নাম।

শিবায়নের রচনাকাল গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত নেই। তবে তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের নানাবিধ উপাদান থেকে অনুমান করা হয় যে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচিত হয়। পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায়ের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সর্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত পিতা কৃষ্ণরায়ের উন্নত নীতিবোধ আর মাতা রাধারানীর কুসুম কোমল হৃদয়ের সার্থক সমাবেশ ঘটেছিল রামকৃষ্ণের মধ্যে। 'শিবায়ন' কবির যৌবনকালের সৃষ্টি। যৌবনের রচনা হলেও শিবায়নের মধ্যে আদিমরসের উদ্দাম নৃত্যের বদলে শ্যামশ্রী বাংলার শিশিরধৌত শেফালীর সৌরভ, ধূল-দীপ-ক্রন্দনের শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতা।

রামকৃষ্ণ রায় যখন শিবায়ন কাব্য রচনা করেন তখন মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা ঐশ্বর্যযুগে প্রবেশ করে। তখন পর্যন্ত চৈতন্যদেবের ব্যাক্তিত্বের প্রভাব সমাজের উপর থেকে একেবারে দূর হয়ে যায়

নি। তাঁর ফলেই সমাজের নৈতিক দৃঢ়তা তখনও পর্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। তাই বলা যায় রামকৃষ্ণের শিবায়ন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগে রচিত হয়।

তবে একথা স্বীকার করতেই হয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি রামকৃষ্ণের রচনা একটি বিচ্ছিন্ন কীর্তি। এই কাব্য যেমন পূর্ববর্ত্তী কোন ধারা অনুসরণ করেনি, তেমনি পরবর্ত্তী কোন ধারার দিক নির্দেশ করতে পারেনি। তার কারণ সমাজগত রুচি ও রসবোধের পরিবর্তে ব্যক্তিগত রুচি ও রসবোধকেই কবি রামকৃষ্ণ তাঁর কাব্যরচনার ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় মহাপন্ডিত। তিনি লৌকিক কাহিনির বদলে পুরাণ সাহিত্যকেই শিবায়ন রচনার উৎস হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। ২৬টি পালায় বিভক্ত তাঁর সুবৃহৎ কাব্যের প্রত্যেক পালার বিষয় তিনি গ্রহন করেছিলেন কাশীখন্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শান্তিপর্ব্ব, বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি থেকে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে শিব হলেন

চরণ সুশীতল অরুণ শতদল
ভকত পিয়ে মকরন্দ॥
আর পার্বতী জগৎ জননী উমা
সন্ধ্যা সরস্বতী রমা
স্বাহা স্বধা সতী অংশ কলা।

পরবর্তীকালে বাংলার শিব বিষয়ক মঙ্গলকাব্যগুলির প্রায় সর্বত্র পুরাণের অমিততেজ্য সর্বত্যাগী শিব হয়ে পড়েছেন গঞ্জিকাসেবী, পরশ্রীলোলুপ ভোলানাথ, সমুদ্রমন্থনজাত গরল ধারণ করে যিনি হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। যাঁর তৃতীয় নেত্রের অনলপ্রবাহে মদন হয়েছিলেন ভস্মীভূত, সেই ত্রিপুরারী শংকর বাংলার লৌকিক কাহিনীতে তাঁর দেব মহিমা হারিয়ে হয়েছেন কৃষাণ শিব। আর শিবজায়া পার্বতী হয়েছেন দরিদ্রের সংসারে অলস ও অপদার্থ স্বামী আর পুত্র কন্যাদের চিন্তায় বিব্রত এক দরিদ্রা পল্লীরমণী।

কিন্তু কবিচন্দ্রের শিবায়ন কাব্যে কোন প্রকার গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতার লেশমাত্র নেই। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের সুপরিচ্ছন্ন ও শিল্পগুন সমৃদ্ধ ভাষার ও রচনাশৈলীর প্রথম ও সার্থক অগ্রদূত হলেন কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ। তাই বাংলা কাব্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা পণ্ডিতজনেরা বিনাদ্বিধায় স্বীকার করেন।

আঁতস কাঁচে

প্রয়াত দীপঙ্কর

চলে গেলেন প্রাক্তন ডানহাতি স্পিনার (লেগব্রেক এবং অফব্রেক) দীপঙ্কর সরকার। তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে ৭৪ বছর বয়েসে তিনি পরলোকগমন করেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে ষাটের দশকের মধ্যভাগে এবং সত্তরের প্রথমভাগে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে বলতে গিয়ে বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক সম্বরণ ব্যানার্জি জানান, 'দীপঙ্কর দা, খুব ভালো লেগ স্পিন করতো, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ করে বেশ জোরের সঙ্গে অফ স্পিন করে দিত, যাতে সেই সময় বেশ বাঘা বাঘা ব্যাটম্যান ও সেটা সামলাতে পারতো না। ভারতের স্কুল দলের হয়ে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরে দীপঙ্কর দা অনবদ্য পারফরমেন্স করেছিল। পরবর্তীতে কালীঘাট ও ইস্টবেঙ্গলে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছিল।'

চলে গেলেন প্রবীর

প্রয়াত হলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন তারকা প্রবীর মজুমদার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। সল্টলেকে নিজের বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ছেড়ে গেলেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনিকে। লাল হলুদের স্বর্ণযুগের লেফটব্যাক ছিলেন তিনি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে তিনি খেলেছেন। তাঁর সময়ে ১৯৭২ সালে কলকাতা লিগ জেতে ইস্টবেঙ্গল। এই বছর লাল হলুদ কলকাতা লিগে একটিও গোল না খেয়ে রেকর্ড তৈরি করে।

নতুন কোচ জামিল

২৯ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে ১-৪ গোলে হারের পর ক্লাব কোচ স্কট কুপারের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জামশেদপুর এফসি। এরপরেই রবিবার নতুন কোচের হাতে দায়িত্ব তুলে দিল তারা। বাকি মরশুমের জন্য জামশেদপুর এফসির কোচ নিযুক্ত করা হয়েছে ভারতের অভিজ্ঞ কোচকে। অবশেষে জামশেদপুর এফসি তাদের নতুন কোচের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন কোচ খালিদ জামিলকেই কোচিং করানোর দায়িত্ব তুলে দিয়েছে আইএসএল খেলা এই ক্লাবটি। এএফসি প্রো লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোচ খালিদ জামিলের দীর্ঘ কোচিং করানোর অভিজ্ঞ রয়েছে।

রেফারি নিয়ে সতর্ক

চলতি আইএসএলে রেফারিং নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেছে দলগুলি। এর বিরুদ্ধে অনেক দলই ফেডারেশনের কাছে চিঠিও পাঠায়। সবার অভিযোগ শুনে রেফারিং কমিটিকে নিয়ে বৈঠক ডাকেন কল্যাণ চৌবে। বৈঠক সেরে তিনি জানান যে, এর দায়িত্ব সকলকেই নিতে হবে।তিনি বলেন,'গোটা মরসুম জুড়ে রেফারি নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। বহু ম্যাচের যোগ্য ফলাফল হয়নি রেফারিরদের ভুলের জন্য। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমরা সকলে। এর দায়িত্ব আমাদের সবাইকেই নিতে হবে। গোটা পরিস্থিতিটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে।'

হার্দিকের জিম শুরু

নতুন বছর। নতুন আশা। ভক্তদের স্বস্তি দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। সামনে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে আইপিএল। তাই দ্রুত ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছেন ভারতের অলরাউন্ডার ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। চোট সারিয়ে ফুল ফর্মে ফেরার কসরত চলছে জিমে। তাঁর জিম করার ভিডিও দেখে সেই আশার আলো দেখতেই পারেন ভক্তরা। ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা, 'প্রতিদিন এগোচ্ছি।'

বাগানে ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরলেন ফেরান্দো, এলেন চেনা মুখ হাবাস

সুমনা পাল : হারের ব্যর্থতা নিয়ে সরে যেতে হল জুয়ান ফেরান্দোকে। ছাঁটাই করা হল স্প্যানিশ কোচকে। ফেরান্দোর সঙ্গে বৈঠকে বসেন মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের কর্তারা। দীর্ঘক্ষণ চলে আলোচনা। ড্রেসিংরুমের কন্ট্রোল ফেরান্দোর হাত থেকে চলে গিয়েছে। ম্যান ম্যানেজমেন্টের সমস্যা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠে। শেষপর্যন্ত গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে সরিয়ে দেওয়া হল ফেরান্দোকে। তাঁর জায়গায় মোহনবাগানের দায়িত্ব নিচ্ছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। সুপার কাপ থেকেই সবুজ মেরুনের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। বর্তমানে স্পেনে রয়েছেন হাবাস। সুপার কাপে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন দুবারের আইএসএল জয়ী

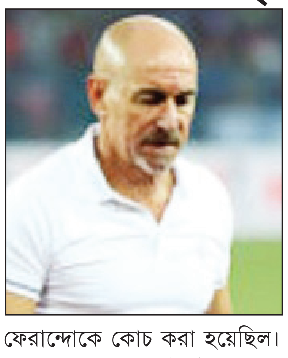

কোচ। ততদিন ট্রেনিং সামলাবেন সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের পদে আছেন হাবাস। আইএসএলের পর ফেরান্দোর কোচিংয়ে এবার ডুরান্ড কাপ জেতে মোহনবাগান। এই দুটো ট্রফি জেতার জন্য স্প্যানিশ কোচকে ধন্যবাদ জানায় ম্যানেজমেন্ট। প্রসঙ্গত, দু'বছর আগে ডিসেম্বরে হাবাসকে সরিয়ে এফসি গোয়া থেকে ফেরান্দোকে কোচ করা হয়েছিল। নতুন বছরে ফের উলট-পুরাণ। আবার নিজের পুরোনো জায়গায় ফিরলেন আইএসএলের সবচেয়ে সফল কোচ। আইএসএলে সফল কোচেদের মধ্যে সামনের সারিতে রয়েছেন হাবাস। যখন এটিকে এফসি'র কোচ ছিলেন, তখন তাদের দু'বার আইএসএল খেতাব জেতান হাবাস। ২০১৪ ও ২০১৯-২০-তে। ২০১৫-য় তাঁর প্রশিক্ষণে কলকাতার দল সেমিফাইনালে উঠেছিল। ২০২০-২১-এ এটিকে মোহনবাগানকেও তুলেছিলেন ফাইনালে। দলের এখন কঠিন সময়। মরসুমের শুরুতে টানা ৭টি ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর মুম্বইয়ে গিয়ে প্রথম হার মানতে হয় তাদের। এর পর ঘরের মাঠে এফসি গোয়া এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছেও হার। আইএসএলে এর আগে কখনও টানা তিনটি ম্যাচে হারেনি মোহনবাগান। গত বছর যেমন দুঃসময়ের কালো মেঘ মরসুমের অনেকটা সময়েই তাদের আকাশে ঘুরে বেড়িয়েছিল, এবারেও সেই মেঘ ফের দেখা দিয়েছে। নতুন বছরে হাবাসের কাছে তাই নতুন চ্যালেঞ্জ। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু কলিঙ্গ সুপার কাপ। হাবাসের ভারতে আসতে আরও কয়েকদিন লাগবে।

বর্ধমানের পূর্ব সাতগাছিয়ায় স্কুল থেকে ক্রিকেটে মাতবেন লয়েড

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার গ্রামে এবার পা পড়ছে কিংবদন্তি ক্রিকেটার ক্লাইভ লয়েডের। দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লয়েড তিনটে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। তিনি আসছেন বর্ধমানের পূর্ব সাতগাছিয়া হাইস্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে। সেখানে সংহতি ক্লাবের ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও প্রধান অতিথি তিনি। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সাতগাছিয়ায় আসছেন প্রায় আশি ছুঁয়ে ফেলা লয়েড। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সংহতি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সাতগাছিয়া হাইস্কুলের ৭৫ বছর উদযাপন কমিটির চিফ পেট্রন সুরজিৎ বক্সি বলেন, 'আমাদের গ্রামে অতীতে মহম্মদ আজহারউদ্দিন, সন্দীপ পাটিলদের মতো তারকারা এলেও ক্লাইভ লয়েডের মতো একজন কিংবদন্তিকে পেয়ে আমরা আপ্লুত। উনি যে শেষ পর্যন্ত আসছেন, আমরা ভাবতেই পারছি না। আমাদের গ্রামের কাছে এ এক গর্বের দিন। এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।' এই বয়সেও লয়েডকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে উড়িয়ে বাংলার গ্রামে নিয়ে আসার মতো অসাধ্য সাধন করেছেন যিনি, সেই ক্রীড়া সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত বলেন, 'আমি যখন ফোনে লয়েডের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, ভাবতেই পারিনি উনি এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাবেন! এখনও যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে! কলকাতায় তিনদিন থাকছেন তিনি। যদি চান, ইডেনেও যেতে পারেন।' সিএসজেসি প্রেসিডেন্ট সুভেন রাহার কথায়, 'লয়েডের মতো এমন একজন ব্যক্তিত্ব গ্রামে আসছেন, এটা সাতগাছিয়ার গৌরব বাড়িয়ে দিল আরও।'

রাজ্য ভলিবলে দ্বিমুকুট ইস্টার্ন রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ রাজ্য ভলিবল নকআউট টুর্নামেন্টের ফাইনালে ছেলে ও মেয়েদের দু'বিভাগেই সেরার খেতাব জিতে নিল ইস্টার্ন রেল। ছেলেদের ফাইনালে ইস্টার্ন রেল ৩-০ গেমে বড়িশা সবুজ সংঘকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। শক্তিশালী রেল দলের বিরুদ্ধে দারুন লড়াই করে বড়িশা সবুজ সংঘের তরুণ খেলোয়াড়রা। রেল দলে ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়দের ভিড় ছিল। সেখানে বড়িশা দলে বাংলার ভূমিপুত্ররা খেলেছেন।

আর মেয়েদের ফাইনালে ইস্টার্ন রেল একতরফা খেলে কল্যাণ পরিষদকে ৩-১ গেমে পরাস্ত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্রেরণা পাল ও সঞ্জীব এস। সেরা কোচের সম্মান পান মহামায়া সমাদ্দার ও প্রসেনজিৎ দত্ত। ছিলেন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, আইএফএ সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত এবং বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি। ছিলেন বিধায়ক ও প্রাক্তন জাতীয় ভলিবল খেলোয়াড় নৌশাদ সিদ্দিকি ও রাজ্য ভলিবল সংস্থার সচিব রথীন রায় চৌধুরী।

একসঙ্গে ২৫জন ফেল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ভারতীয় ক্রীড়াজগতের কলঙ্ক, লজ্জা না ব্যর্থতা? একইসঙ্গে ২৫ জন অ্যাথলিট ব্যর্থ ডোপ টেস্টে। সংখ্যাটা নাকি আরও বাড়বে! চলতি বছর ২৫ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত গোয়াতে বসেছিল জাতীয় গেমসের আসর। তারই একমাস পর এই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সামনে এসেছে। এরমধ্যে ৯ জন আবার পদকজয়ীও রয়েছেন। ৭ জন ভারোত্তোলনের প্রতিযোগীও ফেল করেছেন। ভারোত্তোলন ছাড়াও বক্সিং, কুস্তি, জুডো, ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স সহ একাধিক স্পোর্টস ইভেন্টের প্রতিনিধিরাই ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়েছে। যারা ফেল করেছেন, সাময়িকভাবে সবাইকেই ব্যান করা হয়েছে। এখনও নাকি পরীক্ষা চলছে।

নববর্ষে ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে সোমবার ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বারুইপুর থানার অন্তর্গত উত্তর বেলেগাছির এক সংস্থার উদ্যোগে। উল্লেখ্য প্রতিযোগীতায় বারুইপুর, জয়নগর, কুলতলি, গোসাবা, রায়দিঘি, ক্যানিং, বাসন্তী-সহ অন্যান্য বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিযোগীতার জন্য ৫০ টি ঘোড়া হাজির হয়েছিল। তিনটি বিভাগে বিভক্ত করে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে তিনটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ঘোড়ার মালিককে পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য,

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার খেলাগুলোকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করাতেই এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন। আগামীতে এমন প্রতিযোগিতার আরও প্রসার ঘটানো হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।ঘোড় দৌড় প্রতিযোগীতায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরবানু মোল্লা ,কারিমউল্লা মোল্লা, রসিদআলী সর্দার সহ বিশিষ্টরা।

আমন্ত্রণমূলক এমএলএ কাপ ফুটবলে ভদ্রেশ্বরের মিলন সংঘ চ্যাম্পিয়ন

মলয় সুর : চাঁপদানির তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুঁইনের উদ্যোগে বৈদ্যবাটী বিএস পার্ক মাঠে আমন্ত্রণমূলক আট দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ৮দিন ব্যাপী প্রতিযোগিতার বছরের শেষদিন রবিবার ফাইনালে মুখোমুখি হয় বৈদ্যবাটী বিএস পার্ক ও ভদ্রেশ্বর মিলন সংঘ। ফাইনাল খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। খেলার ফলাফল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অমীমাংসিত থাকে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে মিলন সংঘ ৪-৩ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। দর্শকরা কাঁসর, ঘন্টা, শাঁখ, পটকা ফাটিয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে থাকেন। জেলার ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য বেশকিছু ফুটবলপ্রেমী মানুষের চেষ্টায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন । এদিনের সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হয় মিলন সংঘ ক্লাবের সঞ্জীব ঘোষ। ম্যান অব দ্য টুর্নমেন্ট বৈদ্যবাটী বিএস পার্কের বিশ্বজিৎ

মুর্মু। তিনি গোটা টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ৫টি গোল করেন। টুর্নামেন্টে ফেয়ার প্লে ট্রফি পান বৈদ্যবাটী কৃষ্টিচক্র। ফাইনাল খেলার আগেরদিন একটি প্রদর্শনী ম্যাচে বৈদ্যবাটী চেয়ারম্যান একাদশ ও বিধায়ক একাদশের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে চেয়ারম্যান একাদশ ২-১ গোলে বিধায়ক একাদশকে পরাজিত করে। ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন মিলন সংঘের হাতে ট্রফি তুলে দেন বিধায়ক। অপরদিকে, বৈদ্যবাটী বিএস পার্কের হাতে রানার্স ট্রফি তুলে দেন বৈদ্যবাটী চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো ও কাউন্সিলার প্রবীর পাল। এদিন বিজয়ী দলকে ৫০ হাজার ও বিজীত দলকে ৪০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। খেলাটি পরিচালনা করেন তপন মণ্ডল। ফাইনাল ম্যাচ উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার শিশির ঘোষ, ভারতীয় প্রাক্তন গোলকিপার সুব্রত পাল, চাঁপদানী পৌরসভার পৌরপিতা সরেশ মিশ্র, কাউন্সিলার উৎপল মণ্ডল, রিষড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বিজয়সাগর মিশ্র প্রমুখরা।

মধুর প্রতিশোধে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে কন্যাশ্রী কাপ চ্যাম্পিয়ন শ্রীভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গতবারের হারের মধুর প্রতিশোধ নিয়ে এবারে কন্যাশ্রী কাপ ফুটবলের সেরা দলের সম্মান পেলো শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে শ্রীভূমি ২-১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে জয়ের হাসি হাসলো। ৬৫ মিনিট ১০ জনে খেলেও জয় হাসিল করে সুজাতা করের প্রশিক্ষণে শ্রীভূমি। প্রথমার্ধেই রিমপা হালদার ও মৌসুমী মুর্মুর গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় শ্রীভূমি। এর পরেই শ্রীভূমির মৌসুমী মুর্মু লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ায় ১০ জনে খেলতে হয় তাদের। বিরতির পরে গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা চালায় ইমামি ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে মমতা মাহাতো ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান কমান। কিন্তু শ্রীভূমির গোলরক্ষক অদ্রিজা সরখেলের প্রতিরোধের কাছে হার মানে ইস্টবেঙ্গলের সমতায় ফেরার যাবতীয় প্রয়াস। ম্যাচের

সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন শ্রীভূমির রিমপা হালদার। মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অগ্নি নির্বাপক দফতরের মন্ত্রী সুজিত বসু। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত,সহ সভাপতি সৌরভ পাল, সহ সচিব সুফল রঞ্জন গিরি, রাকেশ ঝাঁ। এদিন হারের ফলে কন্যাশ্রী কাপে পয়েন্টের বিচারে লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রইল ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসি। গত মরসুমেও এই দুই দল ফাইনালে উঠেছিল। শ্রীভূমিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ফলে বলা যেতে পারে মধুর প্রতিশোধ নিল শ্রীভূমি। সমর্থকদের একাংশ আবার ইস্টবেঙ্গলের হারের জন্য টিম ম্যানেজমেন্টকেই দায়ী করছেন। তাঁদের অভিযোগ, কন্যাশ্রী কাপজয়ী কোচ সুজাতা করকে চলে যেতে না হলে এই অবস্থা হতো না। কর্তৃপক্ষের উচিত সুজাতা করকে ফিরিয়ে আনা।

নতুন বছরেই হোয়াইটওয়াশ ভারতীয় মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বছর শুরুতেই ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা স্মৃতি মান্ধানাদের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে দাপট দেখালেও ওয়ান ডে সিরিজে পরপর তিন ম্যাচ হারল ভারতীয় মেয়েরা। তৃতীয় ম্যাচে পোয়েবি লিচফিল্ডের ১১৯ ও অ্যালিসা হিলির ৮২ রানে ভর করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩৩৮ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। জবাব দিতে নেমে ১৪৮ রানেই গুঁড়িয়ে যায় ভারত। ফলে ৩-০ তে সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া। এর আগে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৬ উইকেট আর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৩ রানে হেরেছিল ভারত। আর তৃতীয় ম্যাচে হরমনপ্রীতরা হারল ১৯০ রানে। তৃতীয় ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে অস্ট্রেলিয়া তোলে ৭ উইকেটে ৩৩৮ রান। ওপেনার ফোবি লিচফিল্ড ১৬টি চার ও ১টি ছয়ের সাহায্যে ১২৫ বলে ১১৯ রান করেন। তিনিই ম্যাচের সেরা, পেলেন সিরিজ সেরার পুরস্কারও। ওডিআই সিরিজে ২৬০ রান করার দৌলতে। হিলি ওপেন করতে নেমে ৮৫ বলে ৮২ রান করেন। ওপেনিং জুটিতেও ওঠে ২৮.৫ ওভারে ১৮৯ রান। অ্যাশলে গার্ডনার করেছেন ৩০ রান।

রঞ্জিতে মনোজের ওপরই ভরসা বঙ্গব্রিগেডের

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ রঞ্জি ট্রফির জন্য দল ঘোষণা করল বাংলা। অধিনায়ক হিসেবে মনোজ তিওয়ারির ওপরই ভরসা রাখা হয়েছে। বাংলার প্রথম দুই প্রতিপক্ষ আন্ধ্রাপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। তাদের মুখোমুখি হওয়ার বেশ কয়েকদিন আগেই ১৮ সদস্যের বাংলা দল ঘোষণা করে দেয় বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। গত বছরের রঞ্জিতে তারকাখচিত দল নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামবে বাংলা। যেখানে নেতৃত্ব দেবেন মনোজ তিওয়ারি। কোচ হিসেবে

থাকছেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা। এছাড়া দুই জন উইকেটরক্ষক রাখা হয়েছে। অভিষেক পোড়েল ও সৌরভ পাল। উল্লেখ্য, রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা তাদের আসন্ন দুটি ম্যাচ খেলবে প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠে। আন্ধ্রাপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটি হবে বিশাখাপত্তনম এবং উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে কানপুরে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টেস্ট স্কোয়াডে রয়েছেন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তাঁকে প্রথম দু-ম্যাচের বাংলার স্কোয়াডে রাখা হয়নি। একই কারণে পাওয়া যাবে না পেসার মুকেশ কুমারকেও। ১৮ সদস্যের স্কোয়াড বেছে নেওয়া হয়েছে। দল বাছাইয়ের মিটিংয়ে ছিলেন প্রধান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি এবং অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারিও। বলাই বাহুল্য, মনোজ এবারই শেষ সুযোগ পাচ্ছেন রঞ্জি জয়ের। গতবার রানার্স হয় বাংলা। এবারে ট্রফিকেই পাখির চোখ করে নামছেল টিম বেঙ্গল। ১৯৮৯-৯০ মরসুমের পরে বাংলা অনেকবার ফাইনালে উঠলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

নতুন বছর হাল না ছাড়ার অঙ্গীকার ইস্টবেঙ্গল কোচ কুয়াদ্রাতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত তিন মরসুমে হতাশাজনক ফলের পর সদ্য শেষ হওয়া ২০২৩-এ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী ইস্টবেঙ্গল এফসি, যারা গত একশো বছর ধরে ভারতীয় ফুটবলে রীতিমতো আধিপত্য করে এসেছে। সে দিক থেকে দেখতে গেলে ক্লাবের ইতিহাসে ২০২৩ অবশ্যই এক তাৎপর্যপূর্ণ সাল। গত বছরটি কেমন গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের, তা নিয়ে এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে আইএসএল ওয়েবসাইটে। এবার এই স্মরণীয় বছর নিয়ে মুখ খুললেন দলের স্প্যানিশ কোচ কার্লস কুয়াদ্রাত, গত বছরেই যাঁকে ক্লাবের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন ক্লাবের কর্তারা। গত বছর এপ্রিলেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আগামী দুই মরসুমে লাল-হলুদ বাহিনীর দায়িত্ব নিতে চলেছেন প্রাক্তন আইএসএল জয়ী দলের এই কোচ। আইএসএলে যে বার থেকে খেলা শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল, সেই মরসুম থেকেই তারা ফর্মের অভাবে ভুগছে। অভিষেক মরসুমে তারা ছিল লিগ টেবলের নয় নম্বরে। দ্বিতীয় মরসুমে তারা ছিল শেষ স্থানে, ১১-য় ও গতবার ফের সেই নয়ে। এই জায়গা থেকে দলকে আরও ওপর দিকে নিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে দলের দায়িত্ব নেন কুয়াদ্রাত। সেই কাজে অনেকটাই সফল কুয়াদ্রাত। হবেন নাই বা কেন? এ দেশে কোচিং করানোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে

৫৪ বছর বয়সী কুয়াদ্রাতের। ২০১৬ থেকে তিনি বেঙ্গালুরু এফসি'র সহকারী কোচের পদে ছিলেন। যখন ২০১৮-য় প্রধান কোচ হিসেবে বেঙ্গালুরু এফসি'র দায়িত্ব নেন, তখন প্রথম মরশুমেই (২০১৮-১৯) দলকে প্রথম আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করেন। তাঁরই প্রশিক্ষণে বেঙ্গালুরু একই মরসুমে লিগসেরা ও ট্রফিজয়ী দুইই হয়। পরের বছর তাঁর প্রশিক্ষণে থাকা বেঙ্গালুরুর দল ফের প্লে-অফে ওঠে। সেই কুয়াদ্রাতই এখন লাল-হলুদ বাহিনীকে দুঃসময় থেকে সুসময়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। আশাও জাগিয়েছেন।

লাল-হলুদ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার পর কুয়াদ্রাত তাঁর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে স্বীকার করে নেন, ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়ে কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তিনি। বলেছিলেন, 'অবশ্যই এটা আমার কোচিং জীবনে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। যে কোনও বড় ক্লাবের দায়িত্ব নেওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ। কাগজে কলমে সেরা দল যে মাঠেও সেরা হবে, তার কোনও মানে নেই।

২০১৬-১৭-র আই লিগে বেঙ্গালুরু এফসি দলে সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্গন, অমরিন্দর সিং, সন্দেশ ঝিঙ্গন, হরমনজ্যোৎ খাবরা, মন্দার রাও দেশাইয়ের মতো জাতীয় দলে খেলা ভাল ভাল ফুটবলার ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বার আমরা চার নম্বরে, আইজল এফসি, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের পিছনে থেকে লিগ শেষ করি। আসলে দলের সম্পদকে কী ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আর ফুটবল দর্শনকে কোচ কী ভাবে কাজে লাগাচ্ছে, তার ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করে। আমরা যদি প্রকল্পটা ঠিকমতো বাস্তবায়িত করতে পারি, তা হলে সফল হব। এই প্রকল্পকে কাজে পরিণত করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ'। তিনি আরও বলেন, 'আমি এমনই একটা ফুটবল সংস্কৃতি থেকে এসেছি, যেখানে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাবে ভাল ফুটবলার তৈরি হয়। আমি প্রায় দশ বছর খেলোয়াড় হিসেবে যেমন সেখানকার ইউথ অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তেমনই পরে সেখানকার কোচের ভূমিকাও পালন করি। ফলে আমি সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচিত। ইস্টবেঙ্গলের প্রকল্পে আমার হাতে দু'বছর সময় আছে। তাই আমাকে শুধু পরের ম্যাচের কথা ভাবলেই হয় না, ১৬ মাস পরের কথাও ভাবতে হয়। ভবিষ্যতের জন্য তরুণ প্রতিভার কথাও ভাবতে হয়।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'তিনি খেলোয়াড়দের কাছে আমার স্পষ্ট বার্তা হল, কোনও ম্যাচে তোমাদের ভাগ্য তোমাদের পাশে না থাকলেও পয়েন্ট অর্জন করার মতো যোগ্য হয়ে উঠতে হবে তোমাদের। নিজেদের চ্যাম্পিয়ন টিম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে হলে তোমাদের এই জায়গাতেই নিজেদের নিয়ে যেতে হবে। আমার এই বার্তা মনে হয় খেলোয়াড়রা অবশেষে উপলব্ধি করতে পেরেছে। আগামী ছ'মাসে আমাদের সামনে দুটো খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে। আশা করি আমরা সফল হব। ক্লাবের প্রত্যেকেই হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা করছে। কেউ পিছিয়ে নেই। সবাই লাল-হলুদ জনতার মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা'।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com